মহাব্রত।

শ্রীঅতুলচন্দ্র মিত্র প্রণীত।

সিমুলিয়া ৫২।২ নং বিডন ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীসত্যকিরণ মিত্র দ্বারা প্রকাশিত

কলিকাতা।

(উক্ত স্থানে প্রাপ্তব্য।

সন ১৩১৩ সাল, আশ্বিন মাস

কলিকাতা।
৩২ নং [illegible] ষ্ট্রীট, ফাইন আর্ট প্রেসে
শ্রী[illegible] মোহন সিংহ দ্বারা
মুদ্রিত।

মূল্য ।৶৹ আনা মাত্র

উৎসর্গ।

[illegible] স্বদেশ হিতৈষী [illegible]

শ্রীল শ্রীযুক্ত [illegible]

এম্‌, এ, বি, এল্‌, প্রেসিডেন্সি কলেজ

মান্যবরেষু।

মহাশয়!

কাঁচড়াপাড়ায় থাকিতে বাস বলিয়া ও কথাপ্রসঙ্গে যেটুকু পরিচয় আবশ্যক, তাহাতেই আপনি দয়াপরবশ হইয়া অমূল্য সময়ে নিজের মহামূল্য সময়ের ক্ষতি স্বীকার করিয়া যে মহোদয়ের এতদ্গ্রন্থে প্রকাশিত কেবল স্বদেশী আন্দোলন কবিতাটী দেখিয়া সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন ও বাঙ্গালাকারে প্রকাশে উৎসাহ দান করিয়াছেন, তাহার কৃতজ্ঞতা-চিহ্ন স্বরূপ এই মহাগ্রন্থ আপনাকেই উৎসর্গ করিলাম। এ-গ্রন্থ উপহার আপনার মহত্ত্বের কোন অংশেই উপযুক্ত নহে, কিন্তু বক পুষ্পেও দেবতা সন্তুষ্ট হয়েন জানিয়া, আশা করি, আপনি ইহা গ্রহণে সন্তোষপ্রীতে চিরবাধিত করিবেন।

বিনীত

শ্রীঅতুলচন্দ্র [illegible]

ভূমিকা।

"মহাব্রতের" কাব্যমাধুর্য্য, রচনাচাতুর্য্য বা ওজস্বিনী ভাষা না হইতে পারে, কেননা গ্রন্থকারের এই প্রথম উদ্যম। কিন্তু যে সকল উপাদানে ইহা [illegible] হইয়াছে, সে সকল গুলিই বাঙ্গালীর [illegible] [illegible] সে গুলির আদরেও "মহাব্রত" আদরণীয় হইবে, আশা করা যায়।

বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্য-সমুদ্র হইতে যে শত শত অমূল্য রত্নরাজী উদ্ধৃত হইতেছে তাহার মধ্যে ইহা একটী শুক্তি [illegible] আমরা অন্য কিছু মনে করি না, তবে এই শুক্তির মধ্যে মুক্তা থাকিলেও থাকিতে পারে, এই আশায় পুস্তকখানি সাধারণে প্রকাশ করিলাম।

বাঙ্গালী প্রায় দেড়শত বৎসর ধরিয়া যে কাল খেলায় মত্ত ছিল, আজ খেলিতে খেলিতে চৈতন্যোদয়ে মায়ের অভয়কোলে ফিরিয়া [illegible] আসিয়াছে, অন্তর জ্বালায় "বন্দে মাতরম্" রবে শান্তি-লাভ করিতেছে, জননী জন্মভূমির নামে দিক্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছে; জননীর নিদারুণ মর্ম্মপীড়া বুঝিয়াছে। এখন প্রাণ ভরে গাও—

"খেলায় মত্ত ছিলাম বলে"
"তাই কি মুখ ফিরাইলি,"
"চাহ মা বদন তুলে ফেলে যাবনা আর।"

আহতা মায়ের কাতরোক্তিই সন্তানের এই চৈতন্যোদয়ের, এই বাল-খেলা ভঙ্গের, এই অন্তর্দাহের মূলীভূত কারণ। মায়ের যাতনাতেই আমরা মহাব্রত [illegible] ধারণ করিয়াছি, তাই এই পুস্তক খানির নাম দেওয়া হইল "মহাব্রত"।

আজ দুর্ব্বল বাঙ্গালী, হুজুগে বাঙ্গালী, ভীরু বাঙ্গালী (যে সকল

গালি ইংরাজ আমাদের সদা সর্ব্বদা দিয়া থাকেন) যে এ অভূত-পূর্ব্ব স্বদেশ প্রেমে, প্রাণপণ উদ্যমে, অতুলনীয় অধ্যবসায়ে আপনা-সম্মান রক্ষার্থ বাঙ্গালী তাহা যে কোন [illegible] শক্তি আশ্রিত এবং সেই শক্তি যে উঁহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, তাহা কে না স্বীকার করিবে? কিন্তু তথাপি ইংরাজগণ আজ আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ ; কারণ তাঁহাদের উৎসাহ ভিন্ন বাঙ্গালী এ ব্রত ধারণে কখনই সক্ষম হইত না। তাঁহারাই যখন ভবিষ্যৎ ভরসার স্থল, তাঁহাদের এইরূপ সঙ্গ বিনা এ ব্রত উদ্যাপনও হইবে না। আর ধন্যবাদার্হ, মায়ের যে সকল সুসন্তান অযাচিত অর্থরাশি সাহায্যে, অপরিমিত [illegible] স্বার্থত্যাগে, অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে জাতিভেদ নির্ব্বিশেষে, মায়ের দুঃখমোচনে অগ্রসর হইয়া জন-সাধারণের নিকট [illegible] উপাধির শত গুণ উচ্চ উপাধির গৌরবান্বিত মুকুট মস্তকে ধারণ করিতেছেন। ব্যক্তি ও স্থান বিশেষের নামোল্লেখ দেখিয়া, যে সকল মহাত্মাগণের ও স্থানের নামোল্লেখ নাই, তথাকার অধিবাসিগণ গ্রন্থকারকে ক্ষমা করিবেন। কারণ, গ্রন্থকার কলিকাতাবাসী, সংবাদপত্রের ও প্রত্যক্ষে যে কয়েকটী সভা সমিতিতে লইয়া [illegible] আন্দোলন দেখিয়াছেন এবং যাঁহারা তাহাতে যোগদান করিয়াছেন সেই কয়টী মহাত্মা ও স্থান বিশেষের মাত্র নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। গদ্য অপেক্ষা পদ্যের, পদ্য অপেক্ষা সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি ৮১ অধিক। সঙ্গীতে ভারতের পূর্ব্ব-গৌরব স্মৃতি হৃদয়ে জাগাইয়া দেয়, সঙ্গীতে শোক দুঃখ হৃদয়ে যেরূপ শান্তি আনয়ন করে, নিরুদ্যমকে যেরূপ উদ্যমশীল করিতে পারে, নিরাশকে আশার সঞ্চার করে, সেরূপ গদ্যে বা পদ্যে হয় না। সেই জন্য "সুপ্রভাতে" কবিতাটী সাময়িক জাতীয়সঙ্গীতের সহিত সন্নিবেশিত

কাব্যা পাঠক পাঠিকাগণের নিকট ইহা আবশ্য সমাদৃত করিবার ... আমরা ... কোন নাই। এ দুর্দিনে ভগবানের নাম ও জাতীয় ... আমাদের ... বাঙ্গালার আর কোন গান গাওয়া উচিত নয়। ... ইহা ... নির্বাণী ... এ গ্রন্থের লভ্যাংশের বিশেষ প্রত্যাশী ... হেন। তিনি ইহার প্রথম সংস্করণের লাভ জাতীয় ধনভাণ্ডারে প্রদান করিবেন। আশা করি, আজ যে মহাপ্রাণতা বাঙ্গালা প্লাবিত করিয়াছে, "মহাব্রত" সেই মহাপ্রাণতায় বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজ করিবে।

ভূমিকা পরিসমাপ্তির পূর্বে কাব্যানুরাগী স্বদেশহিতৈষী ব্যারিষ্টার প্রবর মাননীয় শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়কে ও বৈতালিকদলের প্রনেতা কালীঘাট নিবাসী সঙ্গীত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নবীন কৃষ্ণ হালদার মহাশয়ের উপযুক্ত শিষ্য টাকী শ্রীপুর নিবাসী সঙ্গীতানুরাগী জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ সরকার মহাশয়কে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে সহস্র ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। দাস মহাশয় আপনার বহুমূল্য সময়ের ক্ষতি স্বীকার করিয়া ও দয়া ... দিয়াছে ... হইয়া এই গ্রন্থখানি আগুল দেখিয়া দিয়াছেন ও সুরেন্দ্র বাবু এই পুস্তকস্থ গান গুলিকে সুর তালে গঠিত করিয়া দিয়াছেন।

প্রকাশক।

শ্রীসত্যকিরণ মিত্র।

আহত মায়ের ...
... ভর ...
তুই আমরা ...
... দেও ...

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভারতমাতা	১
জনম ভূমি-সে মোর	
বিজয়া সম্মিলনী	
ভারতীয় জাতীয় মহা সমিতির উদ্দেশে	
কোথা	
নারী [illegible]	
[illegible]	
শিক্ষা [illegible]	
মরিতেছি ভবে	
যুবরাজ আগমনে উচ্ছ্বাসে	
বরিশাল স্মৃতি	
অয়ি ভারত	
তুমি কোথা যাবে	
আজি-দেশে মা	
যদি তোর ডাক	
তোদের মধুর	
শয়নে স্বপনে	
মাভৈঃ ডেকো	
কত আর বল	
কবে যাবে	
[illegible]	
একটু খানি [illegible]	

বিষয়		পৃষ্ঠা
হৃদয় পাতিয়া [illegible]	... ...	৮৬
এরা নয়কো [illegible]	... ...	”
[illegible] থাক্ [illegible]	... ...	৮৭
[illegible] ভারত	... ...	৮৮
দিওনা দিওনা	... ...	৮৯
অমর বাসনা	... ...	”
জাগিয়াছে ছেলে	... ...	৯০
উঠ উঠ ভাই	... ...	৯১
আয় ছুটে আয়	... ...	”
যদি তুই	... ...	৯২
তুই আপনি	... ...	৯৩
আমায় গাইতে	... ...	[illegible]

[illegible] প্রিয় আপনার [illegible]
[illegible] হইয়া [illegible]
[illegible]

[illegible] -খেলা
[illegible] তেই [illegible]

শুদ্ধিপত্র।

আছে	হইবে	পৃঃ	শ্লোক	পংক্তি
স্বার্থক	সার্থক	৮	[illegible]	৪
স্বার্থকতা	সার্থকতা	৮	৪	১
পরাজিত	পরাভব	১০	২	১
গর্ব্বিত	গৌরব	১০	১	২
কবজ	কবাট	১১	১	২
সাধ্ব	সাধ্য	১২	১	৪
আঁখি ভ'রে	ভব ভ'রে	১২	১	৫
থাক	থাকে	১৫	১	৫
ছানিয়া	[illegible]	২৫	২	১
পোষা	পুষ্ট	২৫	৩	১
ক্ষীণ	হৃষ্ট	২৬	২	১
বরণে	বরণ	২৮	৩	২
সমাজ	ইংরাজ	৩১	৩	১
যুঁথি	যূথী	৩২	১	৩
ফুলহার	প্রেমহার	৩২	২	২
কবজ	কবচ	[illegible]	২	৪
মাধুরীময়	মাধুরীময়ী	[illegible]	১	১
গাজিছে	বাজিছে	[illegible]	২	৩
করিয়া	করিতে	৩৮	৪	৪
জ্ঞান, জ্যোতি	জ্ঞান-জ্যোতি	৪১	৩	১
স্বাধার	স্বাধীন	৪৪	৪	৩
নাজরাজেশ্বরী	রাজরাজেশ্বরী	৪৫	১	[illegible]

আছে	হইবে	পৃঃ	শ্লোক	পংক্তি
কুতুহলে	[illegible]	৪৬	২	৩
ভেদাভেদ	মতভেদ	৪৯	২	১
রাজভয়	রাজ-ভয়	৪৯	২	৩
নিশ্বার্থ	নিঃস্বার্থ	৫৬	২	৪
জিবীত	জীবিত	৫৮	২	৩
ভাসে	ভাযে	৫৯	৩	২
গৌরবীয়	সগৌরব	৬০	২	৩
পিলু বাঁবোয়া	পিলু বারোঁয়া	৮৪	২	

মহাব্রত।

ভারতমাতা।

তুইতো জননী—সেই অন্নপূর্ণা,
আমরা তোর আজন্ম খোকা,
অসংখ্য সন্তান যেমন তোমার,
'নাবালিগ' পুত্র মত মান খোলা,
আমরা ভিক্ষার ঝুলি পুরি আনিয়া,
ভিখারীর মত পর দ্বারে যাই,
বিলাইয়া দিয়া তোমার সে দান,
কথায় ভুলিয়া আপনি খোয়াই।

তুইতো মা সেই রাজ-রাজেশ্বরী!
অসীম তোর দান বিশাল,
নাবালকগুলা সবে ছোটো কথা,
কেহ নাহি চিনে জননীর নিধি।
আমরা কোথায় হইতে আসিয়া,
দেখিনা চাহিয়া, ফিরিব কি করে,
পদে পদে সহি কত অপমান,
তবু আমরা অজ্ঞান নিদ্রায়।

মহাব্রত।

তুইতো মা সেই কল্যাণদায়িনী!
—স্তন-সুধা তোর দিস্ অবিরত,
সুধার আধার শস্য জগতের,
তোর সুত যত চায় গো যেমত।
আমরা গোলামী ভালবাসি এত,
উচ্ছিষ্ট আশায় পথ চেয়ে রই,
সুধা দিয়ে পরে ভখি সে গরল,
হীনমতি হেন কেবা মোরা ব'ই!

তুইতো মা সেই স্বর্ণ-প্রসবিনী!
অক্ষয় ভাণ্ডার রেখেছিস্ ভ'রে,
ধন রত্নরাজি ধাতু দ্রব্যমূল,
যেটী প্রয়োজন থরে থরে থরে।
আমরা নিতান্ত অলস, নির্ব্বোধ,
ফেলে দিয়ে তা'ই, ধূলা মলা তা'র
ল'য়ে সুখী হ'ই, মোহ বিজড়িত,
দেখি না কেমন, কোনটা অসার।

তুইতো মা সেই সুজলা সুফলা!
শ্যামল আঁচল বিছাইয়া তোর,
রেখেছিস্ সুত দুয়ারে দুয়ারে,
তরুলতা কুঞ্জ মণ্ডিত শিয়োর!

আমরা অবশ, কাপুরুষ অতি,
পর পদধূলে-সদা লুটে রই,
শুষ্ক বক্ষে শত জীর্ণ কলেবরে
বিছার কামড় কত না স'ই।

তুইতো মা সেই ভুবনমোহিনী!
ত্রিলোক-পূজিতা ধন্যা সবাকার,
হিমাদ্রিমণ্ডিত, জলধি অপার
বিধৌত চরণ-যুগল যাহার।
লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, ঘৃণা, ভয়, জরা
কলঙ্ক পসরা মস্তকে বহিয়া,
তোরি সুত হ'য়ে কালামুখ হেন,
যে মসী আপন বদনে মাখিয়া।

স্বদেশী-আন্দোলন ।

রাখিলে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি লাট কার্জ্জন,
রাজপ্রতিনিধি মাঝে করিতে স্মরণ !
কর্ণোয়ালিস, রিপণে, অপর মহাত্মাগণে
প্রণমে ভারতবাসী আজো ভক্তিভরে ,
তোমার শাসনে, হায় সদা আঁখি ঝরে ।

মিউনিসিপাল-প্রথা হ'বে সিংহাসন,
তুমি তাহে রবে বসি—মুকুট শোভন—
বিশ্ব-বিদ্যালয়-বিধি, প্রজারঞ্জনের নিধি ;
দিল্লি-দরবার (বাজ) দণ্ড শ্রীকরে তোমার,
অধীন রাজন্যবর্গ যাহে অস্থি সার ।

রবে তাঁর পার্শ্বে উচ্চে বিজয় নিশান
বঙ্গ-অঙ্গ-ছেদ বেদি, হিমাদ্রি-সমান ;
সমগ্র বাঙ্গালা মিলে কাঁদিয়া চরণতলে
যেচেছিল, কাটিও না অঙ্গ জননীর,
বজ্র-সম বাজিবেক হৃদে বাঙ্গালীর ।

ফিরালে বধির কর্ণ উপেক্ষি মিনতি,
তাই আজি নিরুপায়, করি তাঁর স্তুতি ;
অসীম ক্ষমতা যাঁর, আদেশ দুর্নিবার,
রাজা প্রজা সমভাবে অধীন যাঁহার ;
দাও শান্তি, বল দেব ! কি উপায় সার ?

সম্মুখে সরল পথ তাই কি দেখাও !
চির-অন্ধ আঁখি দেব, বুঝি খুলে দাও !
আত্মদোষ বুঝিয়াছি, আপনারে চিনিয়াছি,
মাতা দেয় নিজ অঙ্গ, খুলিতে যে আঁখি,
লজ্জা, অপমান তার সন্তানে কি বাকী ?

ছিনু ভুলে আপনারে, আপনার মায়ে,
ঠেকেছি আজিকে তাই হেন মহাদায়ে,
খুঁজিয়া আপনারে পাইয়াছি এইবারে,
ফেলিব না অশ্রুজল ঘুচেছে কুমতি,
ডেকেছিনু নিপাতে আপন নিয়তি।

শক্তি দাও কর দৃপ্ত, পাষাণ হৃদয়ে,
লাঞ্ছনাতে নম্র মুখে রব আরো স'য়ে,
যাইব না রাজদ্বারে, ভিখারী দলের সনে,
ভিক্ষাপাত্র হাতে ক'রে ভিক্ষুকের প্রায় ;
মোটা অন্ন বাসে মোরা তুষিব মাতায়।

প্রবাসে থাকিলে ভাই স্নেহ তা'র প্রতি
কখন কি কমে কা'রো ? বাড়ে আরো নিতি ;
শুধু সে অভ্যাসগত— দরশন অবিরত,
এক গৃহে বাস খেলা, এক আহার,
—অভাবে কেবল মাত্র করি হাহাকার।

এক মন, এক প্রাণ, মায়ের সন্তান,
পৃথক্ হইয়া যদি রহে ভিন্ন স্থান,
স্নেহ মায়া মমতায় কেহ কি বিচ্ছিন্ন হয় ?
একের বেদনে অন্যে নহে কি কাতর ?
একের সম্মানে, সুখে, দুঃখী কি অপর ?

ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইলে কখন,
সম্বন্ধ কি ঘুচে কা'রো বিশ্বে আমরণ ?
বৈদিক আচার কাজ, প্রাণ মন ও সমাজ,
ধর্ম্মের পবিত্র-সূত্রে যথা গাঁথা রয়,
আইনে কি পারে তা'র করিতে ব্যত্যয় ?

হিন্দু মুসলমান যে ধরম আশ্রিত,
শিক্ষা, দীক্ষা একরূপ হয়নি বিযুক্ত।
অর্থ তরে নাহি হয় সম্বন্ধের বিপর্য্যয়,
সতী নাহি পতি ত্যাগে বরে অন্য পতি,
পাশ্চাত্য সমাজে নাহি দোষে যাহে রতি।

স্বদেশী-আন্দোলন।

শিক্ষিত সমাজে তাই যত মহাজন
জাগায় সবার প্রাণ মা নামে সঘন।
অবোধ শিশুর প্রায় মোহ ঘোরে ছিল হায়,
সে ঘোর কাটিয়া গেছে সুমধুর ডাকে,
মিলি আজি একতায় আর্য্য ভক্তি মাকে।

জাতিভেদ ছেড়ে তাই ওই দ্যাখ্ মিলি
পরস্পর স্নেহভরে করে কোলাকুলি;
পশ্চিম, দক্ষিণবাসী সম স্নেহ পরকাশি,
মারহাটি, গুজরাটি, পারসি ভ্রাতায়
দেয় আলিঙ্গন আজি, ব্যথী সে ব্যথায়

অমিত প্রতিভাপর সবাকার ধন্য,
শুভক্ষণে সভাপতি হ'য়ে অগ্রগণ্য;
রাসবিহারী ঘোষজ, কার্জ্জন-কীর্ত্তি ধ্বজ
উড়াইল বঙ্গমাঝে সম্রাট্-গোচর;
বঙ্গবাসী যাহে সংজ্ঞা লাভে সকাতর।

বাগ্মী-বর পুরুষ তাই বঙ্গের বিভব
দেশ-হিত-গত-প্রাণ জগতি সৌরভ
সুরেন্দ্র সুমতি কয়, সৌহৃদির-নিনদর!
কবে কোন্ জাতি উচ্চ হয়েছে কাঁদিয়া?
ভিক্ষায় কে উপাদেয় পায় রে চাহিয়া?

মহাব্রত।

মহর্ষি দেবেন্দ্র সুত ঠাকুর বংশজ
স্বনাম-পুরুষ-ধন্য রবি কুলধ্বজ,
মাতৃ ভূমি-হিত তরে   প্রাণ ভ'রে ডাকে তোরে,
জাগরে অলসে করে উৎসাহ প্রদান ;
মহাশিক্ষা; প্রাণ দেয় সে কবিতা গান।

সূর্য্যকান্তমণি সম জলে বঙ্গভালে
মহারাজ সূর্য্যকান্ত, অর্থরাশি ঢালে ;
সাধারণে করে দান   সে উপাধি-সার মান,
সমগ্র বাঙ্গালা মাঝে সর্ব্বোচ্চ সম্মানে ,
হরিশচন্দ্রের কথা জাগায় পরাণে।

মুক্তহস্তে মহারাজ মণীন্দ্র রতন,
দেশ-হিতে সদুপায় করে উদ্ভাবন ;
খ্যাত দীনদয়াময়ী   মহারাণী স্বর্ণময়ী
—বংশ করে শত গুণ আরো শোভাময়,
সার্থক মুকুট শিরে আজিকে শোভয়।

বঙ্গ-নারী-শিরোমণি রাণী ভবানীর
বংশধর মহারাজ জগদীন্দ্র বীর
লভে সেই সার্থকতা,   উপাধির উজ্জ্বলতা ;
দেশ-হিত-সাধনায় হ'য়ে আগুয়ান,
বাড়ায় গৌরবময় মুকুট-সম্মান।

স্বদেশী আন্দোলন।

বগুড়া নবাব ওই আবদুস সোভান
দিয়াছিলে স্বদেশের রাখিতে সম্মান,
মুসলমানের নেতা, পরম উদারচেতা,
উপাধির সমুচিত গৌরবে সদাই,
জন সাধারণে সনে তেমনি [illegible]।

উত্তরপাড়ার রাজা পিয়ারিমোহন,
বিদ্যা অর্থ দানে যাঁ'র সদা সংযোজন,
মুক্তহস্তে সদা-ব্রতী, করে লোক এ যুকতি ;
স্বদেশে শিক্ষাদান করিতে অর্জ্জন,
জাতীয় গৌরব মান করিলা অর্জ্জন।

পূজিত যোগ্য লালমোহন শিক্ষিত/
ইংলণ্ডে প্রতিভা যাঁ'র করেছে স্থাপিত,
আশু মাতৃ পূজা করে ভকতি উল্লাস ভরে।
আজীবন এই সত্য করিতে পালন,
প্রাণপণে বঙ্গবাসী করহে যতন।

আনন্দে আনন্দ বসু রোগ মুক্ত হ'য়ে
ক্ষীণশক্তি দুর্ব্বল দেহভার ল'য়ে,
পাশ্চাত্য প্রতিভাসার, করিছে উজ্জ্বল আর,
কহে "আসিয়াছে বাণ সবা গাহে জোর",
- তবু কি ভাঙ্গিবে না কাল ঘুমঘোর ?

বিশারিত——জাতীয় ভাবে যার পরাকাষ্ঠা,
ঘোষজ নগেন্দ্রনাথ স্বজাতি গর্ব্বিত,
পালিছেন এ মহাব্রত   বুঝাইতে সদা ব্রত;
চৌধুরি-বংশজ আজি করুণ সুস্বরে
কাঁদায় জাতীয় প্রাণ উৎসাহের ভরে।

প্রবীণ অম্বিকানাথ নবীন উৎসাহে
আন্দোলনে মাতি তোর সম-প্রাণ চাহে;
প্রাণভরা বেদনায়   ঢালে অশ্রু তোর গায়,
গণ্য সে বিপিন পাল শিক্ষিত সমাজে,
ব্রতী আজি জাতীয় স্বার্থ মহাকাজে।

প্রাণপণে কয় বর্ষ ধরি যে সোদর
বাড়ায়েছে মাতৃদত্ত শিল্প সমাদর,
চৌধুরী যোগেশ যা'র   সুশিল্পী আদর্শ-স্থান
করিতেছে প্রাণপাত শ্রম তোর লাগি;
বিন্দুমাত্র তুই তা'র হইবি না ভাগী?

সুশিক্ষিত বক্তা রায় জ্ঞানেন্দ্র সুভাষী,
কথায় কথায় মাতৃ-ব্যথা পরকাশি,
মুহূর্ত না ফেলে শ্বাস,   নাহি চায় অবকাশ,
নিঃস্বার্থ স্বজাতি-হিতে অমূল্য সময়,
সাধিবারে মহাব্রত করে স্বার্থ ব্যয়।

আজিকার জাতীয় চিত্তরঞ্জন দাসও,
জননীর নামে যদি মত্ত কুবের,
সুরেন্দ্রের মায়ের বাণী ডাকে, [illegible] যাব বলা
বিদেশী বর্জ্জন বিনা নাহিক উপায়,
আমাদের স্বদেশী বস্ত্র [illegible]

সদা ত্যাগ-মূর্ত্তি ধ'রে বসন্ত ভূষণে,
বিনয়ী মধুর ভাষী সরল-হৃদয়,
শিক্ষিত সমাজে মধ্য, দেশের হিতেতে যার
মাতিল হৃদয়ে স্বাধীনতা, বীর্য্যবান যৌবন,
যোগ দেছে বলবান, নবীন যায় সব।

[illegible] আসনে শ্রী মা চণ্ডীমাতার
প্রাণ ঢেলে করে শ্রম, আর যে কাহার,
আছে যে মুসলমান। যেইমত কর্ম্ম জানি
হিন্দুর উন্নত পদে উন্নত আসন,
করেছিল কিছুদিন পূর্ব্বে যেমন।

"সঞ্জীবনী" সম্পাদক মিত্র কৃষ্ণকুমার
[illegible] কথায় ডাকে, [illegible]
দেশ হিত কামনায়, জননীর সেবায়
[illegible]
[illegible] "হিন্দু[illegible]" [illegible]

পরিচিত মতি ঘোষ "অমৃত বাজারে"
অমৃত ঢালিয়া দেয় জননীর দ্বারে ;
"বঙ্গবাসী", "বসুমতী", কে না জানি বুধ ব্রতী ?
"সন্ধ্যা" সান্ধ্য সমীরণে মিলায়ে সুস্বর
সুকণ্ঠী "ভারতী" সাথে, ডাকে —ব্রত ধর।

মিত্রজ প্রমথ, রায় চৌধুরী প্রভৃতি,
আপন শরীরে নাহি করে দৃকপাত ;
জননীর উপহার কোথায় কি আছে সার
সন্ধান করিছে সদা মহাব্রত তরে,
কি আছে বা নাই ; তুই(ও) দ্যাখ্ আঁখি ভ'রে।

ন্যায়-পরায়ণ ঘোষ বিচার পতির
সুযোগ্য তনয় ওই যোগেন্দ্র সুধীর ;
অশ্বিনী বন্দ্যোপাধ্যায় সম ব্যথী তাঁরি ন্যায়,
স্বদেশীর উচ্চ শিল্প-শিক্ষা-কল্পনায়
আশাতীত করে শ্রম, কাতর কি তা'য় ?

ব্যারিষ্টার অগ্রগণ্য তারক পালিত
মাতৃ দুঃখে ছাত্র সনে হইয়া ব্যথিত,
অকাতর শ্রমার্জ্জিত অর্থে করে ছাত্র-হিত ;
মল্লিক সুবোধ করে সর্ব্বস্ব প্রদান ;
নবীন উৎসাহ করে ছাত্রদলে দান।

বঙ্গেশের দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ বংশজ
কুমার সতীশ মাখি মাতৃ-পদ-রজঃ,
মহারাজ সুরেন্দ্রসুত প্রমথেশ সহযুক্ত
শতগুণ করে বৃদ্ধি আপন সম্মান,
সাধে তোরে করিবারে আত্মীয়-সংস্থান।

রাজা দিগম্বর পৌত্র মিত্রজ মন্মথ
দ্বারে তোর, পূরাইতে তোরি মনোরথ,
আত্মীয়-সংস্থান'তরে ডাকে দ্যাখ্ সকাতরে;
গণ্য পশুপতি বসু সকল সমাজে,
সাধে তোর দ্বারে আসি সেই মাতৃ-কাজে।

রসুল, হোসেন ওই জ্ঞানী সুবিদ্বান্,
মুসলমানের মাঝে গৌরব সমান
এখনো যশোবান, সেই সমব্যথী প্রাণ;
সন্তোষ-নিবাসী রায় চৌধুরি প্রমথ
করে শুধু সংগ্রাম এই মহাব্রত।

পুরাতন সেই তোর সোণার নবীন্,
বুঝি কি খেলায় মত্ত ছিল একদিন্,
মায়ের শুনিয়া ডাক, মা'র নামে দিয়ে হাঁক
এসেছে ছুটিয়া কোণে সবারে ঠেলিয়া,
মায়ের সত্ত্ব রাখি আগু বাড়াইয়া।

মুকুটবিহীন ওই বরিশাল-পতি
দত্তজ অশ্বিনী আর দেশহিতেরতী,
বাঁধিয়াছে একসূত্রে সমস্ত গ্রামপুরকুড়ে ;
না লয় বিদেশী দ্রব্য কভু পূর্ব্ববঙ্গ,
জীবন থাকিতে পণ নাহি করে ভঙ্গ।

সম্ভ্রান্ত বংশীয় রাজা জমিদার ধনী
বুদ্ধিমান আর জ্ঞানী যাহারেই গণি
হ'য়েছে সহায় যবে, বাঁধি একতায় তবে,
হইবে ভারতে পুনঃ সুদিন উদয় ;
চেয়ে আখ, জাপানের কিসে অভ্যুদয় !

জেলায়, সহরে, ক্ষুদ্র গ্রাম ও নগরে,
কত নাম কবি কা'র কর্ম্ম-স্থানে পরে ;
"বন্দে মাতরম্" গায়, দৃঢ় বদ্ধ প্রতিজ্ঞায়.
ব্রতী আজি ভবিষ্যৎ ভরসার স্থল-
গৌরব মুকুট শিরে আর্য্য ছাত্রদল।

ধন্য বরিশাল ঢাকা বগুড়া খুলনা
ময়মনসিংহ সর্ব্ব অগ্রণী পাবনা,
টাঙ্গাইল রঙ্গপুর, ধন্য হে দিনাজপুর,
পূর্ব্ববঙ্গ সুসন্তান আদর্শ সবার,
দেখায় বাঙ্গালী নহে শুধু বাক্যসার।

ধন্য শ্রীরামপুর ধন্য হাওড়া হুগলি,
ধন্য হে মেদিনীপুর বর্দ্ধমান আদি,
যশোহর নদীয়া ধন্য, দেশের মঙ্গল জন্য
বর্জ্জনে বিদেশী দ্রব্য দেখাও গৌরব ;
চেয়ে থাক্ নিন্দাকারী বঙ্গ-দ্বেষী সব ।

লাহোর মান্দ্রাজ বোম্বে আদি পুনাবাসী,
মহাত্মা তিলক মত যথা পুণ্যকাশি,
যে সাহায্য করে দান, এক প্রাণে আওয়াজ,
রহিবে ভ্রাতা ভ্রাতা চির সৌহার্দ্দ বন্ধনে ;
একযোগে জননীর কর্ত্তব্য সাধনে ।

ধন্য আজি নারী যারা বঙ্গকুলবালা,
তোদের মা ব'লে ডাকি যায় সব জ্বালা ;
ক্ষীণ দেহে নববল, পেয়েছি নবীন ব..,
বিশ্ব-জননীর রূপে প্রতি ঘরে ঘরে,
সন্তানে কর্ত্তব্য কাজ শিখাগো আদরে ।

সংসারের যত কিছু নির্ভরে তোমায়
স্বর্ণ হবে লৌহ তুমি না হ'লে সহায় ;
ভিক্ষালব্ধ স্বর্ণ হ'লে, ফেলে দাও অবহেলে,
কাচের বদলে পর শঙ্খ চুড়ী, বালি,
স্বদেশী ফুলানী ফিতা লহ শিরে তুলি।

আছে বিঁড়ি, মোলায়েম চুরুট'ও আর,
স্বদেশীয় সিগারেট বিদেশীর হার,
কাঞ্চন নগরী ছুরি, বাঁচি ক্ষুর আদি-আদি,
তেমনি সুস্নাকরাপ দেয় কাজ তা'র,
তবে কেন হায় ভুলে বিলাতী আনার?

ভাঙ্গা পিতলের তোর আছে যে সম্মান,
বিলাতী বাসনে নাহি তা'রো পরিমাণ;
এনামেল, ভাঙ্গা কাচে, কি দেয় বাঁধিয়া কাচে?
মাটীর যে মূল্য আছে তা'ও তা'র নাই,
তবু কি নির্বোধ মোরা সেই দ্রব্য চাই!

বিলাতী চিনিতো নহে এতই মধুর,
খাঁটি দ্রব্য আগে তোর যা'হয় প্রচুর;
তবে কেন সমাদরে দেখিস্ চাহিয়া পরে?
আছেতো লবণ তোর পবিত্র গৃহের,
তবে কিসে খাস্ ওই অশুদ্ধি পরের?

আছে চক্ষু, হস্ত, পদ, সবি আছে, হায়!
আছে কর্ণ, আছে মুখ, আস্বাদ জিহ্বায়,
মানুষের সে শোণিত, মাংসে দেহ সুগঠিত,
জগতের কোন নর নহে বিনিন্দিত;
সুখে [illegible] শোভিত!

স্বদেশ-স্বজাতি হিতে দিতে তোমা প্রাণ
তুইও পারিস্, নহে কারো হেয়-জ্ঞান,
তোরও স্বাস্থ্য মত আছে আপনার পথ,
দাঁড়াতে পারিস্ নিজে করি মা নির্ভর
আপন চরণে, নহে পরের উপর।

বঙ্গ-কটি একতার পুণ্য মহাস্রোতে
জীবন উৎসর্গ কর, আজি মহাব্রতে;
আপনার দেখাদেখি, দূরে যাবে দ্বেষাদ্বেষ,
ভুলে যা'রে একবার দুদিনের তরে,
দেখুক জগতবাসী ধন্য মানি তোরে।

দেশে কে সাধারণে সম্মানে পূজিবে
যে উপাধি করি দান সাধ পূর্ণ কার,
নতুবা উপাধি তুচ্ছ, দাঁড়কাকে শিখিপাখা,
মানের ভিখারী যাঁ'রা অধম না হয়,
সাধারণে সম্মানের উপাধি নিচয়।

দীনাম দীনের তরে সদা মুক্তকর,
আশার অধিক দানে মুক্ত নিরন্তর,
নবাব উপাধি শোভা; নতুবা কি শোভা পায়
সাজে কি [illegible] নবাবের সাজে।
নতুবা নবাব কেন কোথা কে না সাজে [illegible]

শোভিবে সুনাম বিদ্যাসুন্দর তাহায়
অর্জিত সঞ্চিত অর্থে উপাধি সজ্জায়,
তুষার সম্মানে যাঁ'র   রাজোপাধি সাজে ছার,
পরিচয় দানে আদি পালক-পিতায়,
সে রাজ-তিলক-রেখা শ্বেতাঙ্গ সেবায় ?

সৈন্য-অস্ত্র-শূন্য দুর্গে যেমন করিয়া
সাজাও বিলাস দ্রব্যে, তাহায় দেখিয়া,
কে কহিবে মহারাজা ?   বুঝিবে সে তব সাজা,
রাজ-কর্ম্মচারী-পদ-ধূলি সংরক্ষণে
তুমি নিয়োজিত শুধু সহি কুবচনে।

মহানগরীর মাঝে প্রাসাদ সজ্জিত,
বিদ্যুৎ আলোকে কর যত আলোকিত ;
তবু হীন দাসত্বের,   নামে পিতৃ পুরুষের,
চিনিবে তোমায় নাম উপাধি শোভায় ,
স্বভাবে অভ্যাস গত ফিরিঙ্গি-সেবায় ।

জানে জনসাধারণে যত রাজা আর,
খৃষ্ট ভজা ইষ্টদেব ফিরিঙ্গির পায়
পূজিয়া উপাধি লই,   যত বড় নিমক হক,
পিতৃ পিতামহদের যা' ছিল সম্মান,
শোভাবাজারে তাকে কর বিক্রয় বিধান ।

তুমি মহারাজা রাজা নবাব প্রধান,
আপনাকে জান বড় মানী বুদ্ধিমান,
তাই কি সম্মান এত ? কহহ উত্তর তার,
ফিরিঙ্গি জুতজে নিতি কটু গালি খাও
পদে পদে অপদস্থ হ'তে সুখ পাও

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী,"
মুখে মুখে দিন রাত ভাব বঙ্গবাসী !
হিন্দু ও মুসলমান কর ভাই সার জ্ঞান
শাস্ত্রের বচন এই করিয়া স্মরণ,
ধর্ম্মে যদি থাকে মতি, তবে আমরণ।

জাতীয় সম্মান তোর উপরে নির্ভর,
জনে জনে এই কথা জান নিরন্তর ;
বঙ্গবাসী পরিচয় দে রে ভাই এ সময়,
দেখাতে তোদেরো আছে সে গৌরব মান
সে সংরক্ষণ আর হিতাহিত জ্ঞান।

প্রদীপ জ্বালিয়া ঘরে, ইন্ধন অভাবে,
পেটে ভ'রে খা'বে খুদ পাতায় ঘেরেন,
শুক্রবাস আবরণে, কর চেষ্টা প্রাণপণে —
জাতীয় উন্নতি কোন্ কল্পনা সাধনে,
কা[illegible] ঝাঁপিয়া সে [illegible] প্রাণে।

এক মণ চাল, আর মণ দুই ডাল,
তৈল দশসের, ঘৃত দুধ অভেজাল,
আলু দুই মণ ভরা, বেগুন ভাঁড়ার পোরা,
কুমড়া পাঁচিশ, গম ছোলা চারি মণ,
আবার টাকায় পারি করিতে যতন।

পারি ঢাকা মসলিন, ধুতি সিমলার,
ফরাসডাঙ্গার কাঁচী, শান্তিপুরী আর,
কাল্না কলমে আদি, দিবে তোর পায়ে সাদি,
তুচ্ছমূলে, রবে তাঁতী বাধ্যিত নিয়ত,
তোরি আচরণে আজ যা'রা পোয় মৃত।

তোরি পাঁটে সুরঙিণ, শীতবস্ত্র ছার—
বিলাতী কম্বল সাল বনাত র‍্যাপার;
যে দরে কিনিস্ এত পূর্ব্বপুরুষেরা পে'ত
আসল পশমী দেশী কাশ্মীরি সে দরে;
তুইও কেন না পারি দিনকত পরে।

সইতে সত্তর আর কিছু না করিবে,—
কে বাঁধিবে কুলিমজু আর না দেখিবে—
প্রভু পরিচয় দানে অহরহ কর্ম্মস্থলে,
প্রীতিময় সম্ভাষণ—গালি সুমধুর;
কানে না শুধান আর আশার প্রচুর।

শূল রোগ আদি ক্রমে চিরব্যাধিগ্রস্ত
চাকুরি অধোগতি হবে জীবনে নিরস্ত।
প্রভুর চৈতন্যোদয়, হবে তবে সুনিশ্চয়,
বি, এ, পাশ করে দশ মুদ্রা মাহিনায়,
-- আত্ম বলিদানে নাহি হবে নিঃসংশয়।

আয় ভাই মাড়োয়ারি হিন্দু তো তোরাও,
ভ্রাতৃভাবে ডাকি তোরে মুখ না ফিরাও।
তোদেরো সন্তান গণ বঙ্গমাতা ধন্য মানি,
খেয়ে অন্ন ; কেন তবে যাস্ পরদ্বারে ?
বঙ্গের সম্মানে তোরো মান কি না বাড়ে !

উড়িয়া মুসলমান শিখ গুর্খাগণ,
আর সিংহল পার্শী আসামী সকল,
থাকে যদি গৃহবাদ, ঘটাইলে পরমাদ ;
আপনার ভাগে পরে করিলে আঘাত,
কি প্রকারে বাঁচে ? সে যে তোর বজ্রাঘাত ?

যে জাতিরই হোস্ ভাই আত্মীয় স্বজন,
থাকে যদি জ্ঞান তোর, থাকে তোর প্রাণ,
যদি নিজ মা'র প্রতি থাকে মায়া এক রতি
ভারতবাসীই যদি দিস্ পরিচয়,
স্বদেশের যোগ করে দিবি এ সময়

ভেবে দ্যাখ্ একবার বিদেশীর পায়,
জাতিবিক্ত শ্রমে অর্থ দিতি সমুদায়,
কর্ত যে ঢ'লিয়া দিস্; ঘরে তা'র কি রাখিস্?
স্বদেশীর মাঝে ধনী আছে কয়জন?
কি হইবে তোর পুত্র পৌত্র অগণন?

কি হইবে পরিণাম দিন কত পরে,
শিল্প সব হ'লে লোপ, শিল্পী গেলে মরে,
তোর শুধু অযতনে হারাইলে নিজধনে,
যে পথ আছিস্ চেয়ে যদি রুদ্ধ হয়,
তখন দাঁড়াবি কোথা, কে দিবে অভয়?

তাই ভাই ডাকি তোরে বাঁধি একতায়,
মহাব্রতে নেরে দীক্ষা প্রাণ দিই পায়,
হেন মহাকার্য্যে তোর না পাইলে প্রাণ-ডোর
তেমন সহানুভূতি আত্মীয়জনার;
এ মুখ অপরে ভাই নহে দেখাবার।

আজি এই অনুরাগ স্বজাতির প্রতি,
আগচ্ছেনে যদি শুধু মাখোয়া ভকতি,
দিনেক দুদিন তরে, লাজ নাই তবে ক'রে
হাস্যাস্পদ হ'বি আরো, ঘৃণিত সবার,
আজীবন এই ব্রত রাখিস্ [illegible]

বিমুখ যে যোগদানে হেন মহাযাগে,
স্বদেশী স্বজাতি হয়ে এখনো না জাগে,
চিরদিন ঘুমাক্ সে, আঁখি তা'র যাক্ ঢেকে
রক্ত, মাংস নাহি তা'র জড় নর মূঢ়;
—জাতির ঘৃণেয় অতি অস্পৃশ্য সমাজে।

জীবনের উচ্চ আশা গোলামী যাহার,
ভিখারী যে ভিখিবারে উপাধি অসার,
থাকে পর পদ পাশে থাকুক্ উচ্ছিষ্ট আশে;
এ ব্রত গ্রহণে সেই শুধুই অক্ষম,
হীন কাপুরুষ অতি পশুর অধম।

সহেছিস্ কত মাগো পদ-বজ্রাঘাত,
শক্ত যদি ল'য়ে আরো কর অশ্রুপাত,
কুসন্তান যদি পারি মুছাতে নয়নবারি,
অঙ্গচ্ছেদ দেখি তোর হ'য়ে মর্মাহত,
জীবনে এ ব্রতে যেন না হই বিরত।

কুপুত্র হইলে কভু কুমাতা না হয়,
তাই মা এখনো যাচি আশীষ অভয়,—
তোর পুত্রগণে আর যাইবে না পরদ্বার
—সেই দিন যেন হয় ব্রত উদ্যাপন,
শুভ সুপ্রভাতে তোর হয় নিদর্শন।

যদি তা' না হয় নাহি পূর্ব্বে মনস্কাম,
ধরণীর বক্ষ হ'তে বঙ্গবাসী নাম
যদি বা বিলোপ হয়, সাক্ষ্য মাত্র নাহি রয়;
তবে যে চাতক আদি পাখী নব তরুলতা ঘর,
যদি বা কিছু না রয় বঙ্গের ভিতর।
হইবে

জনম-ভূমি সে মোর।

[illegible], [illegible]ভরা সদা ভরল তা
বসি করে যথা ছায়াময়ে বসা,
যা'র ঘাটে মাঠে
[illegible] নদী তটে ,
জনম ভূমি সে মোর।

অমৃত ছানিয়া দিল যা'র ফল,
পারিজাত হাসি যা'র ফুলদলে,
গিরিশিরে বনে
কুঞ্জে উপবনে ,
জনম ভূমি সে মোর।

যা'র [illegible] মায়া জগতের সার,
[illegible] যে সবার সাক্ষাৎ [illegible]
[illegible] কিরণে
বারি [illegible] ;
জনম ভূমি সে মোর।

সুশীতল যা'র মধুর বাতাস
খর রবিতাপে শ্রম করে নাশ,
—কুসুমে সাজায়
ধরণী শয্যায়;
জনম-ভূমি সে মোর।

ময়ূর পুচ্ছের বর্ণে নীলাম্বরে
রঞ্জিত মাধুরী যথা চিত্র করে,
—অনলের সনে
মিলনে জীবনে;
জনম-ভূমি সে মোর।

সুবর্ণরেখায় অরুণ ছটায়
পত্র পুষ্প ফলে যথায় হাসায়,
বিকাশে কমল
প্রেমে ঢল ঢল;
জনম-ভূমি সে মোর।

তারাহার পরি সুধাংশু যথায়
ঢালে সুধাবিন্দু শিশিরে মিশায়,
—শান্তিদান করে
সুনিদ্রায় নরে;
জনম-ভূমি সে মোর।

সারাদিনরাত প্রেমের হিল্লোলে
তটিনী যথায় কল কল বোলে—
সিন্ধু-গুণ-গান
গায় খুলি প্রাণ,
জনম-ভূমি সে মোর।

অনন্ত মহিমা বিকাশে স্রষ্টার,
যেখানে বিরাজে জলধি-অপার,
—গভীর অতল
তরঙ্গে প্রবল;
জনম-ভূমি সে মোর।

সত্য সনাতন ধর্ম্ম প্রচারিতে,
গাবিত মস্তকে বিন্ধ্য হিমাদ্রিতে
যথায় দাঁড়ায়ে
রয়েছে অভয়ে;
জনম-ভূমি সে মোর।

দময়ন্তী, সীতা, সাবিত্রী, পদ্মিনী,
লক্ষ লক্ষ যথা সতী শিরোমণি,
রাজপুতবালা
অনলে পশিলা,
জনম-ভূমি সে মোর

মহাভারত।

যথা ভীমার্জ্জুন, শিবাজি, প্রতাপ,
অভিমন্যুদির বীরদের দাপ,
রয়েছে অঙ্কিত
বিশ্বে অতুলিত ;
জনম ভূমি সে মোর।

ক্ষীণ মৃগশিশু যথায় বিহরে,
সুধা-স্বাদ দুগ্ধ অমিত বিতরে
যথা গোধন
বিনম্র শোভন,
জনম ভূমি সে মোর।

বিবিধ বরণে বিহঙ্গী যথায়
বিমোহন স্বরে নিদ্রিতে জাগায়
পুণ্য স্তুতি গানে,
কভনোয় টানে
জনম ভূমি সে মোর।

বিজয়া-সম্মিলনী।

শ্রীরামচন্দ্রের আজি বিজয়-উৎসবে
সাজিয়াছে পূর্ণ প্রীতি সজ্জা বাঙ্গালায়,
বিশটী কোটী কণ্ঠে "বন্দে মাতরম্" রব
উথলিছে জননীর হৃদি-কন্দরায়।

কেবল হিন্দুর নয় জনে জনে ঘরে,
এসেছে বিজয়া-সন্ধ্যা কিবে বাঙ্গালীর;
"আল্লাহো আকবর" বল উচ্চৈঃস্বরে,
মা ভৈঃ মা ভৈঃ রবে মুছ অশ্রুনীর।

দুর্গতিহারিণী দুর্গা দুর্গতি বিনাশে,
কোলে লয় দুখে শুনি কাতর ক্রন্দন;
জননী কি কাঁদে যদি সুতে পায় পাশে?
—ডাকিয়া সন্তানগণে জুড়ায় যাতন।

কালী, আল্লা, শিব, হরি নহে ক প্রভেদ,
ভিন্ন চক্ষে দেখি মোরা বিভিন্ন আকারে,
অবিবেক বশে শুধু হৃদয়ে বিচ্ছেদ,
একমূর্তি অনুমান বিভিন্ন আকারে।

[illegible] আচার ধর্মে থাক্ শত ভেদ,
জাতির বিচার নহে তাহার উপর;
না বুঝিয়া পর ভাবি এই মহাখেদ,
সহি তার প্রতিফল তাই নিরন্তর।

এক জন্মভূমি, এক স্বার্থ যাহাদের,
এক ক্ষেত্রে জাত শস্যে উদর পূরণ,
এক স্থানে অস্থি, মজ্জা পিতৃপুরুষের,
এক ধূলে মিশাইবে ত্যজিলে জীবন।—

—ইহা ভিন্ন স্বজাতির নাহি নিদর্শন,
কহিবে ভাবিয়া দেখ অর্থবোধ সার;
জাতির যাহার আছে, যে করে দর্শন
সূক্ষ্ম মীমাংসায়, ভুলি চিত্তের বিকার।

দুর্ভাগ্যে সৌভাগ্য মানি বাঙ্গালা বিভাগ;
নহে কি এ সুখপ্রদ কল্যাণ-বিধান,
স্বজাতির প্রতি এই প্রেম অনুরাগ,
রুধিতে গৌরবময় বাঙ্গালীর প্রাণ!

এক সূর্য্য, এক চন্দ্র, একই বাতাস,
এক হ'তে মহাশিক্ষা দিতেছে নিয়ত;
দিবা, নিশি, গ্রীষ্ম, শীতে তাহে সুপ্রকাশ;
এক দেশে তবে কেন একতা বিরত!

কৌরবে পাণ্ডবে যদি একতা থাকিত,
কুরুক্ষেত্র রণস্থল শোণিতে ভাসিয়া
আর্য্য নাম করিত না কভু কলঙ্কিত,
সেই পাপাবর্ত্তে নাম থাকিত ডুবিয়া।

হিন্দু ও মুসলমানে না হ'লে বিবাদ,
জাহ্নবীর পুণ্যজলে পরে কে আনিত
ভাসাতে অর্ণব পোতে মিটাইয়া সাধ?
গোরার ভারতে কা'র চরণ স্পর্শিত।

ভারতের পণ্যে গণ্য বণিক—সমাজ,
রাতে কি প্রাসাদপরে নবাব বিলাসে
পরায়ে রমণী-গলে বঙ্গহার আজ,
স্বদেশীয় সজ্জা দেখি ঘৃণাভরে হাসে?

যাহে দেখি মা'র প্রাণে বেজেছে বিষম,
এসেছে বিজয়া-লক্ষ্মী আবার ফিরিয়া;
নিরাশ হৃদয়ে জাগে আশায় পরম,
হিন্দু ও মুসলমান প্রীতি প্রবাহিয়া।

এক দেশে এক জাতি উদ্দেশ্য মহান্,
সাধন হইলে তবে তাহে দেশহিত।
একতায় প্রাণ লক্ষ্য আগে করি জ্ঞান,
বিজয়া সুদিনে করি জাতিত্ব গঠিত।

সুনীল শারদাকাশে তারাহার গলে
হাসে ফুল্ল জ্যোৎস্নাময়ী সাচন্দ শর্ব্বরী,
মল্লিকা মালতী যূথি অমল কমলে,
.... সম্মিলনে সৌরভ বিতরি।

এক ...
পবিত্র আশীর্ব্বাদ সেই ফলদলে,—
স্বজাতীয় প্রেমসূত্রে গাঁথি ফুলহার,
মুসলমানের গলে দেয় হিন্দুদলে;
অক্ষয় করুক সম তার একতার।

বজ্রবক্ষে ধরি সেই কবচ অক্ষয়,
ভ্রাতায় ভ্রাতায় করে প্রেম আলিঙ্গন।
স্বজাতীয় প্রেম হোক্ অচ্ছেদ্য অক্ষয়,
শত বিঘ্ন ব্যতিক্রম করিতে ছেদন!

নির্ব্বাপিত কুবাতাসে স্বার্থপরতার,
সভ্যতার দীপপুঞ্জ উঠুক জ্বলিয়া!
... শিয়া দীপ্যমান বহ্নি একতার,
বিদ্যুৎ আলোকে বিশ্ব-চক্ষু ঝলসি।

সমগ্র ভারত ময় প্রেম-প্রস্রবণ
বহে যাক্ এক প্রান্ত হ'তে প্রান্ত পরে;
ভাসাইয়া ক্ষুদ্র গ্রাম বিজনকানন,
প্রাসাদ কুটীর উচ্চ পর্ব্বত শিখরে।

অনন্ত-মাধুরীময় মাঙ্গলিক গীত,
অমিয় ঢালিয়া আজি ঢালে যে শ্রবণে,
তাঁহাদের সজ্জনগণে সমাদরে নীত,
—গড়িবে সে আর্য্যজাতি নূতন সংগঠনে।

বিজয়া-দশমীর পুণ্য শুভ আশীর্বাদে
বঙ্গে বঙ্গে স্বজাতির সৌহার্দ্দ মিলন,
দেশের বাঙ্গালাতে সহিয়া অপার
প্রাচীন উন্নতি পথ করিবে মোচন।

ভারতীয় জাতীয় মহা-সমিতির উদ্দেশে।

বিশ বর্ষ ধরি [illegible]
যাঁ'র তরে তুমি ক'রেছ সাধনা,
হে মহাসমিতি! [illegible]
কৃপায় সাধিল আজি সে বাসনা।

কত লোক কত গালি দেছে শত
কি আসিয়া গেছে তাহাদের তোমার?
বিদ্বেষ অনলে [illegible]
মুখে চূণ কালি লোকে করে তারি।

কি করিতে পারে সে পাপিষ্ঠ নর,
ভগবান্ যাঁ'র সহায় সদয়?
কোটী জোনাকীতে পারে কি কখনো,
এক কণা আজ জ্যোতি [illegible] দিতে?

ধন্য তেঁহ তাঁ'রা, যাঁরা [illegible]
তোমায় করেছে উৎসাহ দান,
দাও ভগবান— সদা [illegible]
তাহাদের সুখ ঐশ্বর্য্য সমান।

হোক্ শান্তিময় তাদের আলয়,
  পূর্ণ হোক্ যত আশা, শান্তিময়!
শোক, দুঃখ, তাপ, দ্বেষ, অভিশাপ,
  দূর হ'য়ে যাক্, হোক্ সদা জয়।

ধন্য আজি তাঁরা, তব শিষ্য যাঁরা,
  সেবিয়াছে ওই চরণ-যুগল;
দুঃখে দুঃখী হ'য়ে, অশ্রু মুছাইয়ে,
  আশা বাণী দান ক'রেছে কেবল।

নিরখি তোমায়, আসিয়াছে তা'য
  বাসনার দীপ-শিখা উজ্জ্বল;
তব উপাসনে, মেতেছে যতনে,
  সাধনা তোমারি করিতে সফল।

অনুরাগ মন, পবিত্র আসন,
  [illegible] আদি-জ্ঞান সমুজ্জ্বল;
[illegible] নিচয়, [illegible]
  [illegible] উজ্জ্বল [illegible]।

[illegible] [illegible]
  [illegible]
[illegible] [illegible]
  [illegible]।

দীপ, ধূপ ধূনা— বাক্য উত্তেজনা,
নব দূর্ব্বাদল—বিনয় বচন ;
বলিদান ছাগ— ভয়, হিংসা, রাগ,
প্রেম-অসি দিয়া করিতে ছেদন।

করুণানিদান! তব কৃপাদান,
দীর্ঘজীবী হোক্ মরভূমে তা'রা,—
আজীবন তরে তা'দের অন্তরে
বরষে যেন হে সুখশান্তি ধারা!

নির্ব্বিজয়ী নিত হোক্ শত্রু ভীতি ;
চির-প্রীতিময় হোক্ নিকেতন!
যশোগরিমায়— পূর্ণ প্রতিভায়,
উঠুক ধরায় বিজয় কেতন!

সুগন্ধ পবন— আশায় সঘন,
পূর্ণ মনোরথ ফোটাক্ কমল।
তা নববল, সর্ব্ব সুমঙ্গল,
হোক্ তাঁহাদের লক্ষ্মী শ্রী [illegible]চল!

[illegible] দেবতা— তোমার [illegible]তা,
হ'য়েছে প্রসন্ন যাচে নিতে বর ;
ভক্তি প্রণামে, তা'রি জয় নামে,
উচ্চারে [illegible] ক্ষিতি ব্যোম্ পূর্ণ কর।

হ'য়ে একমন কর আকিঞ্চন,
তাঁহারি করুণা রহে নিরন্তর ;
ভরসা প্রবল— সে করুণাবল,
সাধনায় নিতি করে অগ্রসর।

হে মহা-সমিতি ! লও চির প্রীতি,
পূজিয়া তোমার ইষ্ট দেবতায় ;
চরণ ধূলায়, ক্ষুদ্র বলি' তায়
রেখ' হে তোমার, দেখ' করুণায় !

কোথা ?

সেইত জাহ্নবী বহিছে কল্লোলে,
পূত নিরমল ধারা সুশীতলে ;
সজ্জিত তরণী নাচিছে হিল্লোলে,
সে করুণা হাসি তোর কোথায় ?

বহিছে যমুনা কালিমা-বরণ,
তটে সে মাধব-কুঞ্জ বৃন্দাবন
সাজিছে সুন্দর নগরী শোভন,
সে আনন্দ কোথা বিকাশে তা'য় ?

—অনন্ত মাধুরী বিস্তার করিয়া,
সৈকত মর্ম্মর পুলিন ভরিয়া,
যুগ যুগান্তর বহিছ ব্যাপিয়া,
সে উচ্ছাস তব কোথা এখন ?

কোথা সে বাশরি, গোপী-মনোহারী,
পরাণ সংগীত মরমে প্রহারি,
প্রেম-উন্মাদিনী যত-কুলনারী,
মোহিত করিত নগর বন ?

সে অযোধ্যাপুরি, কোথা কুরুক্ষেত্র,
শঙ্কিত যাহে অরাতির নেত্র,
দেখিয়া শোণিত-তরঙ্গ পবিত্র,
কুরুবংশ ধ্বংস হইল যথারে ?

কোথা সে আর্য্যের বিজয় নিশান,
থাকিত যাহার বীরত্ব বাখান;
প্রোথিত বিপক্ষ-মস্তক শমান,
জগত মাঝে অতুল গৌরবে ?

দিল্লী রাজধানী—কোথায় হস্তিনা
স্বরগ সুষমা ধরায় শোভনা,
অসংখ্য প্রাসাদ যাহে অতুলনা,
রাজিত যথা আলোকি ভুবন ?

মতি মসজিদ, সে তাজমহল,—
বিচিত্র বরণ রতন উজ্জ্বল
খচিত, কোথা সে ভূষণ সকল,
দস্যু সম কে করিল হরণ ?

সে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা,"—
উচ্চারিত সদা প্রত্যেক জিহ্বা,
কোথা সে নবাব, সিংহাসন-শোভা,
শাসন-শোষণে বিলোপে সেথা ?

যাঁর রাজত্বের প্রবাদ বচন
র'য়েছে এখনো জুড়াতে শ্রবণ,
কোথায় ছিল সে, শিখায় তেমন
রাজনীতি কেহ, নাহি কি হেথা ?

আলোকমালায় [illegible] যেথায় কথা,
পুণ্যতীর্থধাম শ্রেষ্ঠ বারাণসী,
রাখিয়াছে যেরি কাল অবিনাশী,
সে রাজ ঐশ্বর্য্য মহত্ত্ব কথা ?

বিলাসীর দ্রব্য যোগাইতে যা'র,
স্বদেশীয় কৃষি যত শিল্পী আর
বিদেশী বণিক্ গণ্য সবাকার,
নবাব বেগম সে সব কোথা ?

সে-যশোরেশ্বরী ভক্ত-প্রধান
কোথায় প্রতাপ বঙ্গ-সুসন্তান,
রাখিতে অটুট যে বাঙ্গালী মান,
দিল্লী-সিংহাসন কাঁপায়েছিল ?

কোথা রাজপুত, [illegible] বীর-জননী,
অমূল্য-রতন [illegible]তা গণ,
পতি পুত্রগণে যে [illegible] রমণী
রণ-রঙ্গবেশে সাজায়ে দিল ?

সে পাষাণ দুর্গ, প্রাসাদ তোরণ,
কোথায় অমর তোমার এখন,—
কুবের-বাঞ্ছিত সেই রত্ন ধন,
কে ল'য়ে [illegible]

[illegible]

কোথা উজ্জয়িনী, কোথায় বিক্রম,
ভুবন-বিজয়ী বীর পরাক্রম,
এখনো বসুধা ভেদিয়া মরম,
কাঁপে যাহা স্মরি ভূকম্প-কায় ?

কোথা সেই বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, জ্যোতি,
সে শঙ্কর, ভৃগু, মনু মহামতি,
নীতি বিশারদ যাঁদের শকতি,
চমকে যা'হে সভ্য [illegible] ?

কোথা আকবর,—সেই রাজনীতি,—
শত ভিন্ন জাতি সুশাসন প্রীতি,
জাগায়ে ছিল যে জগতের ভীতি,
অতুলনীয় কাহার [illegible]

রাখী-বন্ধন।

মুছে ফেল' অশ্রুজল, হ'য়ো না হতাশ,
জননীর মুখ চেয়ে' দেখে অশ্রুপাত ;
সহিয়াছে শতবজ্র, সহিবে আঘাত ,
না পিছাও একপদ, ফেলিও না শ্বাস।

নয়নের জলে গলে দুঃখ শোক যত,
কঠিন পাষাণ স্তূপে হৃদে দাও বাঁধ,
ভেঙ্গে যেন নাহি ফেলে আসিয়া বিষাদ ;
কাঁপায়ো না হাত, কাজে হ'ওনা বিরত।

অশ্রুজল রমণীর সহায় সম্বল,
পুরুষের প্রতিদান কর্ত্তব্য সাধনে,—
সাহস গাম্ভীর্য্য ধৈর্য্যে স্থিরতায় পণে ;
পরিচয় দাও, চাপি যাতনা সকল।

ফিরি[illegible]য়েছি আজ হৃদয়ের বল,
[illegible]ভীব নিদ্রা, উঠেছে জাগিয়া
ভাইবোন্ ছোট বড় একত্রে [illegible] ;
পর হ'য়ে ছিল যা'রা ফিরেছে সকল।

শিরায় শিরায় বয় শোণিত-কণায়,
সে লাঞ্ছনা মনস্তাপ যত জননীর ;
অচল অটল হ'য়ে কর্ত্তব্যে সুস্থির,
জীবনের মূলমন্ত্র সাধ' একতায়।

জননী ধরায় এবে বহিছে শোণিত,
দর দর ধারে ক্ষত শরীর বহিয়া ;
হা পুত্র, হা পুত্র, করি অশ্রু বরষিয়া,
নয় কোটী সুতে নিজে করে উদ্দীপিত

জাতিভেদ ভুলি, বাঁধ [illegible] রাখী,
সাক্ষ্য করি চন্দ্র সূর্য্য ধরিত্রীমণ্ডল,
সরল বিশ্বাসে করি তা'র কর-গ্রহণ,
জননী শোণিতময় পূজা অর্ঘ্যে নাও।

চূর্ণ কর ভিক্ষালব্ধ উপাধি অসার,
ধূলায় মিশায়ে দাও ছোট বড় ভেদ,
শত বজ্র বিঘ্ন তা'য় করিবে উচ্ছেদ ;
সেই ধূলি গায়ে তোল [illegible] আকার।

বৃটীশ-সিংহের বঙ্গ-[illegible]-উৎসব,
ভারতের ইতিহাসে [illegible] ;
মাতৃভক্ত বাঙ্গালীর [illegible],
[illegible] হ'তে পাইবেক [illegible]।

পারিস্ না পাগী তবে যে অবোধ নর
যদি না করিস্ তা'র নিয়ম পালন,
সমাজের মুখ চেয়ে করিলে বন্ধন,
খুলে ফেল, সেও ভাল; করি না নি

৭

শিখা তবে গেলে কত মানবের পার
জাতি নাহি যায়, তা'রে লও সমাদরে
দেশাচারে বিরত যে, দাও দূর করে
দেখাও সমাজ-অসি কত তীক্ষ্ণধার।

৮

বাঙালী একমনে পূজা কর মা'য,
গাও "বন্দে মাতরম্" অভেদ হৃদয়ে;
যাইবে প্রাণের ব্যথা, রহিবে অভয়ে,
হিন্দু ও মুসলমান হবে একাধার।

৯

বহে যাক্ পুণ্য স্রোত ধমনী মাঝারে,
ধন্য হোক্ বঙ্গবাসী জাতীয় মিলনে,
জাতীয় জীবন হোক্ বাথার বাঁধনে,
অন্তর অমর হোক্ একতার ধারে!

১০

জননীর দুঃখ শোক হবে বিমোচন,
ভারতে ঘোষিবে—জয় বঙ্গবাসী জয়,
ভারতে [illegible] রবি হইবে উদয়,
আসমুদ্র গিরিশিরে বসাও বোধন।

রাখী-বন্ধন।

বহে যায় দিন হের রে জননী পূজার,
বোধনে শোধন কর দেহ অবিলম্বে;
সম্মুখে প্রণম্য ওই [illegible] মানচিত্র,—
রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি কিবা সৌম্যভাব!

—শোভে শিরে হেমময় মুকুট অচল,
খনিজ অমূল্য রত্নহারে লক্ষ্মী-দেহ,
বিমল রেশমজাত বস্ত্র পরিধেয়,
রতন-পরভা শোভে চরণ-কমল।

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল
ইহ পরকালে যাহা কভু আছে যার,
স্মরণীয় এই মাতৃমূর্ত্তি সাধনার,
প্রাণ দিয়ে পুজিবারে ধর' হৃদে বল।

পূজার বিধান আছে—তাই বলে [illegible] না
এই বেলা কর—তার পূর্ণ আয়োজন,
অনুষ্ঠানে বিঘ্ন যেন নাহি হয় কোন,
পাইবে অক্ষয় [illegible] হইলে সাধনা।

অতীত গৌরব [illegible] রসাতল, [illegible] সব ভাবে,
যাবার [illegible] বোধিয় [illegible];
একপ্রাণ, একধর্ম্ম, মাতৃ-বোধনায়,
সেই করিবে দান শান্তি সুধাধারে।

বিশ্বজয়ী সেই নাম ত্রিলোক কম্পিত,
আর্য্যাবর্ত্ত ভূমি, ফিরে আসিবে আর্য্যের;
হিমাদ্রির উচ্চ শিরে নিশান কার্য্যের,
উড়িবে আবার করি জগত স্তম্ভিত।

ভুবনমোহিনী রূপ দেখিয়া মায়ের;
জুড়াইবে আঁখি পুনঃ, নমিবে সকলেই,
আজ যা'রা হেয়জ্ঞান করে কুতূহলে,
কাল তবে পরিচয় দিবে স্বভাবের।

মহাজ্ঞান মহাশিক্ষা সম্মুখে তোমার,
ছত্রে ছত্রে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত গীতায়;
মানব জনম নহে অসার ধরায়,
মহাকার্য্য আছে, বহু কর্ত্তব্যের ভার।

আলস্য ঔদাস্যে সেই কর্ত্তব্য বন্ধন
ছিঁড়িয়া পড়িয়াছিনু, কর্ত্তব্যে বিমূঢ়;
আজ প্রাণে প্রাণে বাঁধ রাখি মাঝে দৃঢ়,
আর না ছিঁড়িয়া যায় জীবনে কখন।

সেই গীতা [illegible] লও পুনঃ দীক্ষা;
দূর হোক্ শোক[illegible]জাত দুঃখ ভার,
নবীন উৎসাহে হোক্ অভয় সঞ্চার!
কর্ত্তব্যের মহাকার্য্যে লও আজি শিক্ষা।

বিক্রম-বিভব-যশ-উদ্দীপিত-রাগ
সমস্বরে উচ্চ কণ্ঠে গাও আজি সবে,
সমগ্র ভারত মাঝে পাখী সেই রবে
গাইবে উথলি যত তটিনী-তড়াগ ।

প্রাণে প্রাণে এক হ'য়ে, এক মহাপ্রাণে,
আবার নূতন করি গড়িয়া ভারতে,
জাতিভেদ অভিমান ভুলি সখ্যস্রোতে,
এক মহাকার্য্য তরী ভাসাও সে টানে ।

এই একতায় যদি কররে বিরোধ,
মাতৃঋণ শোধ তবে হবে না, হবে না ;
এ মর্ম-যাতনা তবে যাবে না, যাবে না ;
চিরদিন ক্রীতদাস রহিবি অবোধ ।

মহাবল এই রাখী-বন্ধনে নিহিত ;
এক জাতি, একপ্রাণ ধর্ম্ম সিংহাসন,
হইলে ভারতে পুনঃ হইবে স্থাপন ;
হিন্দু ও মুসলমান জানিও নিশ্চিত ।

নহে যাবে রসাতল, অবধি আসিয়া
গ্রাসিবে ভারতে আর কিছু নাহি রবে ;
নারকীয় দাবানল সমাধিতে তবে
রহিবি অনন্তকাল জনম ধরিয়া ।

আমীর।

হোক্ দীন, নাহি রবে চিরদিন ;
নহে সে কুৎসিত, তোবা চক্ষুহীন ;
হোক্ অশিক্ষিত হেয় যত...
আমার তবু সে ভাই।

থাক্ সে অসভ্য, মিথ্যাবাদী নয় ;
পরাধীন বলে হীনচেতা নয়,
নির্ম্মম নিঠুর নহে সে হৃদয়,
আমার যেমন চাই।

হোক্ জ্ঞানহীন, ধর্ম্ম আছে তা'র ;
নহে অকৃতজ্ঞ, গুণে সুশিক্ষার ;
অবিশ্বাসী নহে, কহে কথা সার ;
আমার আদরণীয়।

থাক্ হিংসাদ্বেষ, প্রাণ আছে তা'র ;
নাহি হোক্ বীর, বুঝে কর্ম্ম তা'র ;
নহে বাক্য তা'র সকলি অসার,
আমার জীবন-প্রিয়।

হোক নিরাশ্রয়, দেয় সে আশ্রয়তে
কুটীরেতে স্থান অকপট চিতে ;
নিজ প্রাণ দিতে জানে পরহিতে
আমার সুরতি-প্রীতি।

থাক্ ভেদাভেদ, বন্ধুর সহিত
মুখে-প্রাণে নহে দ্বিভাবে মিলিত ;
[illegible] লাজ [illegible] রহিত ;
আমার সুখদা-স্মৃতি।

হোক অনাহারী, ভিক্ষাজীবী নয় ;
পশুর প্রকৃতি - সত্ত্ব রক্তময়
সংসে নাহি তা'র ক্ষুধা [illegible]
আমার সৌন্দর্য কহে।

নাই থাক্ তা'র রাজনীতি জ্ঞান,
রাজদ্রোহী নয় ; অতি ন্যায়বান,
নহে কুটিলতা-শৃগাল সমান ;
আমার গরিমা বহে।

হোক সে অনাথ, পরিচয় দানে
নহে সে শঙ্কিত, সমাজ-সম্মানে ;
সমাজে কলঙ্ক নাহি সে প্রদানে ;
আমার শ্রেষ্ঠতা [illegible]

হোক্ নগ্নবেশী, সে কৌপিনধারী,
জীর্ণ বিমলিন ছিন্ন বাসধারী,
শত গ্লানিময় নহে বেশ তা'রি ;
আমার জ্ঞানদী ছবি।

হোক্ দাসাধম, স্বার্থপর নয়,
পিতা মাতা পর বিবাহে না হয়,
আত্মীয় পালনে পরাঙ্মুখ নয়,
আমার করুণা-ধার।

হোক্ নানা ধর্ম্মী, বিচারে অশক্ত ;
থাক্ সে আমার আচারে অভক্ত,
শত্রু ছোট হোক, নাহি কি সে রক্ত
আমার মতন তা'র ?

হোক্ অসহায়, না হ'লে সহায়,
দলিতে ভারত কে পারিত পায় ?
কেবা নিবারিত শত্রু-সমুদায় ?
আমার ফুট

হোক্ নতশির, দেয় সে অভয় ;
তাই বিধি রাখে রাজ্য শান্তিময়,
শান্তি রক্ষা করে প্রাণে বিনিময়
আমার স্বদেশবাসী।

হোক্ অকর্ম্মণ্য, তুমি তবুও ধন্য,
নিয়ে যাও ঘরে যাবতীয় পণ্য,
কুবের সমান যাহে আজ গণ্য ;
আমার তাই সে দুঃখী।

হউক নির্ব্বোধ, রাজকর্ম্মে তা'র
না শুনিলে হিত পরামর্শ সার,
যাহে অপমান জগত সংসার ;
আমার তা'ই সে সুখী।

এক বস্ত্রধারী অর্দ্ধ অবলা
হোক্, নাহি তা'র যৌবনের ছলা,
দৃষ্টি আকর্ষণে বৃথা কৌশ কলা ;
আমার সরলা দেবী।

হোক্ দুরবলা, নহে স্বেচ্ছাচারী,
সতী-শিরোমণি অনুপমা নারী,
প্রেমময়ী, নহে বিলাস বিকারী
আমার সংসার সেবী।

থাক্ ভগ্ন দীন কুটীর আবাস,
নাহি সাজে শুধু প্রমোদ বিলাস,
শঙ্খ ঘণ্টা রবে বিঘ্ন হয় নাশ
আমার [illegible]

মহা[illegible]ত ।

তোমার [illegible]ত সে হোক্ বশীভূত,
একটি কথায় হয় [illegible]ভূত ;
আমরা একই মায়ের যে সুত,
আমার দেশের [illegible]ান ।

তোমার মত সে হোক্ না ঘৃণার,
তোমার নিকটে দোষী শতবার ;
তবু সে আমার, তবু সে আমার,
আমার প্রা[illegible] র[illegible]
[illegible]

[illegible] হোক্ ক্ষুদ্র প্রা[illegible] [illegible]পুকা সমান,
[illegible] সবগাণু হইয়া মহান্,
[illegible]বগাতি[illegible] করুক্ প্রয়াণ ;
আমা[illegible]

শিক্ষা—বিভ্রাট।

চির-পরাধীনা ভারত দুখিনী
নূতন কি দুখে আবার ভাসে,
বৃটীশ শাসনে নির্জীব পরাণ,
কেন রে আবার কাঁপিছে ত্রাসে?

পর-পদ-সেবা জীবনে যাহার
একমাত্র সার উপায় ছার!
ব্যথার উপরে কি ব্যথা আবার?
আপন পরাণ শোক অসার?

সেই রাজা, সেই রাজকর্ম্মচারী,
সেইত বিচার আইন সব,
সেইত অভাব; করুণাভিখারী,
অন্তর বেদনে ছিল নীরব!

সেইত' দুর্ভিক্ষ, সেই মহামারী
ছিল যেমন তেমনি হয়;
পথে ঘাটে সেই লাঞ্ছিতা নারী,
দীন-কর স্থানে [illegible]

যে প্লীহা, সেই হৃদি রোগে দীন
রাজ-পদ-স্বর্গে শান্তনা পায়,
কেন না বহিল মোহে চিরদিন!
আবার কে তা'রে জাগালে হায়!

কে তুমি, না জানি কত বুদ্ধিমান্‌,
রাজ-প্রতিনিধি পাইয়া পদ,
যথেচ্ছ আচারে দহিয়ে পরাণ,
চাহ উচ্চ শিক্ষা করিতে রদ!

অম্লানাব মুখে নিজ গুণ গাও,—
পাশ্চাত্য শিক্ষা গরিমায় ভরা;
আপনি সুশিক্ষা পতাকা উড়াও,
স্বপ্ন দর্শনে ধরা দেখ সরা।

তুমিইত' রাজ-পুরুষ-প্রধান,
হস্ত পদ-বদ্ধ যা'র সেবায়;
বোম্বে বক্তৃতায় দ্রবিলে পাষাণ,
ভাসিয়াছিলাম যা'র আশায়!

তা'রি পরিচয় দাও কি এখন,
তোমার পাশ্চাত্য শিক্ষার মত?
কহ মিথ্যাবাদী তা'র পুত্রগণ,
[illegible] গৌরব সত্যে জগত'?

অন্ধমুগ্ধ-প্রায় বিজাতি চরণে
　পতিত আজি যে পাষাণ ছবি,
তাহারি অধম দুর্ভাগা সন্তানে
　সুপ্রসন্ন ছিল দিনেক রবি।

যে নয়নে আজ ঝরে অশ্রুবারি,
　সজীব তোমার চরণ-পাতে;
ছিল একদিন ইঙ্গিতে তাহারি
　শত শত জাতি বিনীত মাথে।

অঙ্গচিত্র কবি বসনবিহীন
　নিরক্ষর তব যুরোপবাসী,
হয়নি মানুষ, মতে ডারুইন,
　আছিল সেদিন বর্ব্বর ভাষী।

ভারত আছিল প্রধান তখন,
　বিশ্ব-জগতের শিক্ষার-স্থল;—
গণিত সঙ্গীত ন্যায় দরশন
　কাব্য-ব্যাকরণ সার সকল।

কোন্ ইতিহাসে দেখাও লিখিত,—
　কভু মিথ্যাবাদী ভারতবাসী?
সে ঐতিহাসিক ভবে পরিচিত,
　দেখায় কত সে দৃষ্টান্ত রাশি।

মহাব্রত

রাজা হিন্দুর কাছে দেবতা সমান,
প্রতিনিধি তাঁ'র সহিছে তা'ই
বৃটেনের মহাসভার সম্মান
থাবত ভরসা করে সবাই।

পদানত ব'লে যাহা ইচ্ছা বল,
ইতিহাস তা'র প্রমাণ দিবে,
জগতবাসীর হেথা বা[illegible]
নিস্বার্থ তা'রা সাক্ষ্য প্রদানিবে।

শত শত কত দৃষ্টান্ত কি দিব,
দেখহ বৃটীশ মহত্ত্ব মত;
রাম, যুধিষ্ঠির, বেশী কি কহিব,
হেন সত্যনিষ্ঠ কোথায় কত।

নহে সে তোমার পাশ্চাত্য শিক্ষার
গোলামীখানার গৌরব কথা,
উৎসন্ন গিয়াছে ভারত মহিমা,
শিখেছে চাতুরী অসত্য যথা।

দগধ হৃদয় বিদরে কহিতে,
অধীন বলিয়া শিখিতে হয়,
নতুবা যাহার প্রতি কথাটিতে
[illegible] শব্দ-মূর্ত্তি ভাবা কে কয়?

রাজা প্রজা শুধু সম্বন্ধ বলিয়া
পাশ্চাত্য উচ্চ শিক্ষার প্রার্থনা,
প্রয়োজন হয় বিচার লাগিয়া,
নতুবা কে তাঁ'র করে অর্চ্চনা?

কে তুমি আবার পাদরি তনয়,
রাজপদ লভি সৌভাগ্যক্রমে,
অর্দ্ধ বঙ্গে পরে নিশান-বিজয়
উড়াও আঘাতি বিজিত-মর্ম্মে।

উচ্চ রাজ-পদে নব অভিষেকে,
কে তুমি বা অন্ধ বঙ্গের মাঝে,
লভিছ সম্মান হাসি পার্শ্বে দেখে,
গাত্র-দাহে দহ ছাত্র-সমাজে।

তুমিইত' সেই ন্যায-দণ্ড ধারী,
শাসনে যাহার মরি সন্তাপে,
তুমিইত' সেই রাজ-কর্ম্মচারী
যা'র আচরণে হৃদয় কাঁপে।

মাতৃ ভূমি-প্রেমে করিতে বিরত,
যে শিক্ষায় চাহে, শিক্ষা সে নয়,
নিতান্ত মূর্খতা শ্রেষ্ঠ তা'র শত,
অতি ঘৃণ্য তাহে সবাই কয়।

জননী কাঁদিবে পর মুখ চেয়ে,
রহিতে অসংখ্য সন্তানগণ ;
—দেখিব না প্রাণ থাকিতে এ দেহে,
নিশ্চয় অশ্রু করিব মোচন।

স্বদেশী আমার উদর-জ্বালায়
পর-পদ সেবি কাতর অতি,
জীবন যুয়ায় পরের ভিক্ষায়,
হারায়ে শিল্প, দৈন্যে হীনমতি !

স্বদেশী আমার লাঞ্ছিত সতত,
নির্দ্দোষে রাজ-কর্ম্মচারী পাশে,
অবজ্ঞেয় যথা-আবেদনে শত,
ক্রীতদাস সম তাহার ভাষে !

—সবে না, সবে না—এ ঘোর যাতনা,
চিরদিন ধরি হৃদয়ে ক্ষত ;
সময় থাকিতে তা'ই একমনা,
সে দুঃখ ঘুচাতে হয়েছে রত।

নগণ্য কে তুমি পুনঃ শ্বেতকায়,
দেখাও পাশ্চাত্য সত্যের জ্যোতি,
লাট কারজন প্রকাশিতে যা'য়
গৃহে ফিরে গেল বিক্ষুব্ধ মতি !

ঘোর মিথ্যা, ঘোর ষড়যন্ত্রময়,—
বেশ্যা-গৃহ পাশে ছাত্র নিবাস ;
বৃথা অপবাদে জ্বালায় হৃদয়,—
গণিকা দাসী, ছাত্র বেশ্যা-দাস।

বারবনিতায় যা'রা দেয় স্থান
ছাত্র গৃহবাসে নিয়ত যেথা,
পথে পথে সত্ত জিবীত সন্তান
কলুষিত করে ধবায় সেথা।

পীন-পয়োধরা ষোড়শী যুবতি
হাসে ভাসে গানে মাতিয়া রঙ্গে,
নাহি ছাত্রবাসে, অনূঢ়া তেমতি,
নাহি কোন ছাত্র সংসর্গে বঙ্গে।

ছাত্র মাঝে বার-বনিতা আসক্ত
শত মাঝে এক যদি বা হয়,
ছাত্রদলে তা'র সহবাস ত্যক্ত
অথবা গোপনে, সন্ধান কে লয়।

সুপ্ত সিংহ-শিশু ছিল এক পাশে,
কি লভিবে ফুল জাগাবে তা'য় ?
পথিক তোমরা এসেছ যে আশে
লয়ে চলে যাও, নাহি তাকায়।

মাতৃ দুঃখে যার দহিছে মরম,
কেমনে সে ভোলে সে ব্যথা-দাহ ?
নিবারিতে কেহ হবে না সক্ষম ;
কি রাজ-আইনে বাধিতে চাহ ?

কিছু নাহি থাক্‌, জননীর প্রতি
অটুট ভকতি আছয়ে বল ;
এখনো তাহায় গৌরবীয় অতি
দেশের সন্তান ছাত্রের দল।

ভীষণ আগুন জ্বলিয়াছে তা'ই,
দেখ বরিশাল মাদারিপুরে ;
জুড়েছে ভারত, কোথায় বা নাই,
সমগ্র বাঙ্গালা প্রাসাদ কুঁড়ে !

তোরাই যথার্থ মায়ের সন্তান,
জনক-জননী-গৌরব তোর ;
সুশিক্ষা গৌরবে খুলনী প্রধান,—
রাজিবে সমগ্র বাঙ্গালা-ভোর।

ধন্য তুমি আর তব ছাত্রদল,
কালিদাস ধন্য মাদারিপুর ;
বঙ্গ ছাত্রবৃন্দে দে'ছ নিববল,
ধন্য সুশিক্ষায় ফরিদপুর।

এই কি তাহার উপমা উজল,
যে নীতি-গৌরবে ধন্য বৃটণ ?
নিষ্পেষিবে পদে দুর্ব্বলে প্রবল,
দণ্ডবিধি নাই, দণ্ডে সে জন ?

যে রাজ-শাসন-জগতে রটায়,
সযতনে করে দীন পালন ;
লভে অপযশ, সে যাহার দায়,
সে জনে কেমনে কহি আপন।

অতিথীব প্রতি কাপুরুষ প্রায়
স্বার্থময় যা'র ক্রূর ব্যাভার,
কলঙ্ক যে রোপে রাজ নামে হায়,
শোভে কি সে করে শাসন ভার ?

শান্তিরক্ষা তরে যা'দের স্থাপন,
অশান্তি-মূল তা'রা যদি হয় ;
কে রাখিবে তবে প্রজার জীবন,
ধন্য অর্থ মান কেমনে রয় ?

কোথায় বৃটণ-গৌরব ঘোষণা,—
অভেদ যে রাজ-আইনে সবে ;
কর্ম্মচারী তরে অশান্তি স্থাপনা,
যদি হয় কভু, হইবে তবে।

ভাগ্য-চক্র-ফের সুখ দুঃখ হায়,
বিধি বাম যদি দুর্ভাগ্য হেন;
নহে, বৃটীশের রাজলক্ষ্মী গায়,
কর্ম্মচারী তবে কলঙ্ক কেন?

কত সুখ-স্মৃতি জেগে উঠে মনে,
বিধি সম ন্যায়-বিচারে যা'ব;
সে হৃদয়ে দুঃখ জ্বলিছে দ্বিগুণে,
বৃটীশ-নামে দেখি অবিচার।

বৃটণ যে ক্রীত-দাসত্ব মোচনে,
জগতের মাঝে প্রধান জাতি,
সে ক্রীত-দাসত্ব ভারতে স্থাপনে
কর্ম্মচারী তা'রি ঘোষে অখ্যাতি।

নাহি কি আদর্শ বার্ক ফক্স যত
ন্যায়-পরায়ণ মহাসভায়,
বৃটীশ কলঙ্ক করিতে নিহত
রাখিতে মহত্ত্ব বৃটীশ-কায়!

মরিতেই হবে।

আজ নয় কাল, ঘটিবে জঞ্জাল,
অনিশ্চিত কবে যাইতে হইবে!
আমিও যাইব, কেহ না রহিব,
চিরদিন কেহ বিশ্বে না রহিবে।

রহিবে কেবল— যশ সুবিমল,
চিরদীপ্যমান মাঝে বসুধায়;
সুনাম দুর্লভ ঐহিক বিভব,
আর ভগবান করিতে বিচার।

রাজা প্রজা নাই, অভেদ সবাই,
সমান বিচার কালের নিকটে;
মহাবীর মানী ধনী মহাজ্ঞানী,
কে জানে, কাহার কখন কি ঘটে?

কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, সুজন, কুজন,
মুচি, ডোম্ দীন নাহি ভিন্ন জ্ঞান;
নাহি সাদা কালো, অন্ধকার আলো,
যেতে হবে, যবে আদেশ প্রদান।

আজ রাজা হ'য়ে, নাহি দেখ চেয়ে
কৃপার ভিখারি দীন প্রজাগণ,
সর্ব্বস্ব তাহার, অধীন তোমার,
আর্ত্তনাদ তা'র না কর শ্রবণ।

সে ভেদ টুটিবে,— কাল আসি যবে
লুটাবে মুকুট ধূলায় তোমার,
ভীষণ মুদ্গরে শির চূর্ণ ক'রে,
মিশাইবে অঙ্গ অঙ্গে মৃত্তিকার।

আজ হিংসা ভরে, বড় হয় পরে,—
তা' দেখিয়া জ্বলে যাও হৃদি মাঝে;
আপন চেষ্টায়, ঈশ্বর সহায়,
ছোট বড় হয়, তোমা প্রাণে বাজে!

মৃত্যু আসি কবে রক্ত নেত্রে ক'বে—
তুমি কে? কেমনে, দেখি কত বড়?
টুটিবে সে ভেদ,— বহে যাবে খেদ,
কপোলে ঝরিতে স্বেদ হবে জড়।

আজ অগণন সৈন্য প্রজাগণ,
মহাবল যাঁ'র প্রধান প্রতাপ;
কাল যে কি হবে, কার সাধ্য ক'বে,
কি দশা করিল দেখ কংশে জাপ!

আছে অনিবার্য্য এক কাল ধার্য্য,
কার্য্যবশে ফলে, এক শক্তিবলে ;
কর্ম্মক্ষেত্রোপরে, তা'রি বশ নরে ;
কে রোধে, তাহার গতি ভূমণ্ডলে ?

গিয়াছে রাবণ, কংস, দুর্য্যোধন,
মামুদ, ঔরঙ্গজেব রাজ্যেশ্বর,
অত্যাচারী জন, (রাজ)-প্রতিনিধিগণ—
হেষ্টিংস্, লিটন হীন স্বার্থপর ;

দুর্জ্জয় প্রবল, তা'রাও সকল
ছিল, আজি আছে নাম ঘৃণাময়,—
কালিমায় মাখা, ইতিহাসে আঁকা
মূর্ত্তি লজ্জাকর জাতি-পরিচয়।

রত্ন-গদি-পর বাদ্‌শা প্রবর
ওই দেখ পুনঃ অনন্ত শয্যায়,
সমাধি উপরে সংখ্যাতীত নরে
ভক্তিভরে শত প্রণমে যাহায়।

অমর হইয়া রয়েছে মরিয়া,
উড়ায়ে জগতে কীর্ত্তি-নিশান,
দেশের গৌরব, সুযশ-সৌরভ,
সেই ইতিহাসে করিছে প্রদান।

শিবাজী গিয়াছে, নাম তা'র আছে
সোণার অক্ষরে আজও লিখিত ;
অসমসাহসী সে যশোরবাসী,
প্রতাপ-আদিত্য নাম স্বর্ণাঙ্কিত,

যাহে সাক্ষ্য দেয়, —নহে এরা হেয়,
হীন কাপুরুষ চিরপরাধীন ;
নূতন জীবন করে আবাহন,
সে শোণিত বহে ক্ষত বক্ষে ক্ষীণ।

তাই বলি, যবে মরিতেই হবে,—
এই বেলা কর জনম সফল ;
নর জন্ম নহে, যাইবেক বহে,
অনন্ত নরক হবে বাসস্থল।

অর্থ অভিমান, জাতি, ধর্ম্ম, জ্ঞান,
নিশ্বাসে কখন মিশাইবে কবে,
স্বার্থময় সবে ছেড়ে যেতে হবে,
কলঙ্ক-কালিমা নামে শুধু রবে।

অনন্ত ভুবন, যাঁহার সৃজন,
কীট পশু পাখী তরু লতা নর ;
অনন্ত উদ্দেশ্য হয় তাঁর দৃশ্য,
রয়েছে সজ্জিত চোখের উপর।

অজেয় অভয়, তাঁর নামে জয়
কর স্বার্থ, ভয়, ভেদ রিপুচয়,
তীক্ষ্ণ তরবার ধ'রে সৌম্যতার,—
নরহিতে কর প্রাণ বিনিময়।

মরিতেই হবে, তোমার কি রবে,
যতই যতনে রাখ যত অর্থ।
মরিতেই হবে, ডাক দিবে যবে,
ধ'রে কি রাখিবে অসীম সামর্থ ?

মরিতেই হবে, যত্নে অবয়বে
সুখশয্যা পরে রক্ষা কর ব্যর্থ !
মরিতেই হবে, প্রতিভা-গৌরবে
যত কেন তুমি হওনা কৃতার্থ !

স্বদেশের হিতে, স্বকার্য্য সাধিতে,
অকাতরে কর ওই অর্থ ব্যয় ;
পরকালে তবে সুসজ্জিত রবে,
ঐহিকে হইবে সুনাম অক্ষয়।

স্বদেশের তরে উৎসাহের ভরে
দেখাও সামর্থ কত তুমি ধর,
পুণ্যে হবে ধন্য, স্বরগেও গণ্য,
হবে দেশ-পূজ্য ঐহিকে অমর।

সাধিতে মঙ্গল, করিতে সফল,
স্বদেশের কার্য্যে কর সদা শ্রম,
ওই দেহ তবে জ্যোতি পূর্ণ হবে,
ইহ-পরকালে সৌন্দর্য্যে পরম।

স্বদেশের কাজে যে প্রতিভা রাজে,
সেইত প্রতিভা গরিমায় ভরা;
পরলোক-পথ, সতত যেমত,
করে আলোকিত শুভ্র বিশে ধরা।

বৃথা সে ভাবনা— মৃত্যুর যাতনা,
যদি নিবারিতে চাহ এ জীবনে;
চলে গেল বেলা, করিও না হেলা,
জন্ম-ভূমি-হিত সাধ প্রাণপণে।

অজেয়, অমর, অটল ভূধর
সমান রহিবে—সুনাম সংসারে,
মরিতেই হবে, —এ ভয় না রবে,
আত্মত যদি রে হও মরিবারে।

যুবরাজ আগমন উপলক্ষে।

বিষাদে পরম সাধ, এস যুবরাজ ;
পূজিব কি দিয়া কিন্তু রাজপদ আজ,
নিরাশে ভেঙ্গেছে বুক, কেমনে তুলিয়া মুখ
দেখিব তোমার দিকে, ঝরে দুনয়ন ;
এসেছ কি তাই দেব করিতে গ্রহণ ?

ইতিহাস খুলে দেখ, সে স্বর্ণভারত,
অতুল ঐশ্বর্য্য যা'র বিদিত জগত ;
যে ভারত পুণ্য নাম ধরাময় অবিরাম,
বাণিজ্যে যাঁহার সাথে প্রয়াসী ভুবন,
নামে যা'র ধন্য তুমি বৃটীশ রাজন্।

দুর্ভিক্ষপীড়িত ওই জরাজীর্ণকায়
দাঁড়াইয়া সারি সারি দেখিতে তোমায়,
কাতর চাহনি তাঁ'র— জানায় বেদনা ভার,
শুষ্ককণ্ঠে তব নাম কহে ক্ষীণস্বরে,
দুর্ভাগ্য, তবুও মানে কর্ম্মচারি-ডরে।

উর্ব্বর যাহার ক্ষেত্র খ্যাত ভূমণ্ডলে,
শিল্প শস্য ধন তা'র গেছে রসাতলে ;
প্রপীড়িত কর ভারে, বণিকের অত্যাচারে,
নিঃস্ব প্রজাগণ রাজ-করুণা বঞ্চিত,
প্রাণ মাত্র রাখিয়াছে পৈতৃক সঞ্চিত।

রাজকোষ শূন্য প্রায়, দেখ ঋণগ্রস্ত
অধীন রাজন্যবর্গ, রাজদ্বারে ত্রস্ত
রাজকর্ম্মচারি-ভয়ে, লাজে হতমান হ'য়ে,
শাসনকর্ত্তার নিত্য অযথা, অন্যায়,
অপূর্ব্ব বাসনা কত সে অর্থে মিটায়।

যে উদার রাজবিধি—শূন্য ভেদাভেদ,
রাজকর্ম্মচারী যত তা'ও করে ছেদ ;
বৃটীশের সুশাসনে, গর্ব্ব উচ্চ সিংহাসনে,
কলঙ্ক লেপন করে দহি প্রজাগণে ;
মর্ম্মে মর্ম্মে দেখ চিহ্ন মলিন বদনে।

স্বায়ত্ত-শাসন-বিধি, সুনীতি গৌরব,—
কোটি অয়ে শিক্ষিতের মান হীন-প্রভ ;
বাঞ্ছিত সে কর্ম্মভার নাহি চায় দেখ আর,
নহে যেই কর্ম্মচারী-প্রধান যথায়
কিছুতেই সমকক্ষ সদস্য জনায়।

গুণের বিচারে নাহি হয় নিয়োজিত
রাজকর্ম্মে, পদে পদে ভেদ প্রকাশিত;
সে বিধি গৌরবময় হয দেখ বিপর্য্যয,
অজ্ঞাত বিদেশী যা'র আজো যশ গায়
কর্ম্মস্থলে এ দুর্গতি কাহার কোথায়?

প্রজায় সুশিক্ষাদানে যে পান্থ-সন্মান
অক্ষুণ্ণ সুযশময় রহে দীপ্যমান,
তা'ও কর্ম্মচারি-দোষে আজ বিপরীত ঘোষে,
বুঝিবা বিলোপ হয়, দীন ছাত্রগণে
দেখ অশ্রু ফোঁটা ফেলে কাতর নয়নে!

তোমারি জনক এডুওয়ার্ড সপ্তম
এসেছিল যবে হেথা, কি ছিল সম্ভ্রম;
আজি সেই বঙ্গভূমি, এসেছ কুমার তুমি,
রাজভক্ত প্রজাবৃন্দ সেইত রয়েছে,
দেখ শুধু, এবে তার কি দশা হয়েছে!

সুনিপুণ শিল্প, পণ্য আদর্শ সবার,
শস্য-পূর্ণ বসুন্ধরা সুবর্ণ আগার,
রাজকোষ অর্থ ভরা, রত্নরাশি দোঁতা করা,
অসংখ্য প্রাসাদ ছিল বঙ্গের ভিতর;
দেখ সে বাঙ্গালা আজ দৈন্যের আকর।

আর আসিয়াছ যদি তাহা'র কুটীরে,
দেখ তবে কি কারণে বঙ্গ-অঙ্গ চিরে,
রাজপদে অধিপতি —কারজন কি কীরতি
রেখে গেছে, নয় কোটী প্রাণে ছুরি বিঁধি,
শাসনে দুর্নাম রাখি রাজ-প্রতিনিধি।

রাখিতে সে সমুজ্জ্বল কীরতি অতুল,
বঙ্গবাসী আয়োজন করিছে বিপুল;
ওই সেই ভূমিখণ্ড, গবিতে সে রাজদণ্ড,
দেখে যাও, হবে গাঁথা বাঙ্গালী শোণিতে
মিলন-মন্দির তাহে একতার ভিতে।

দেখ পুনঃ শ্রমজীবী বঙ্গবাসী দীন
কাঁদিয়া তোমার পাশে উপায় বিহীন,
থাকি সুখে অনাহার বিনিময়ে মূল্য তা'র
দেয় হাসি, দিতে বর্ষ বর্ষ রত রয়;
জাতীয়-সংস্থান তা'র করিতে সঞ্চয়।

তোমা দেখি সুখা বঙ্গ-জননী দুখিনী,
আসিয়াছে ল'য়ে উমা আনন্দদায়িনী
রাজবধূ পূজনীয়া, যে সুখে ভাসিছে হিয়া;
শতগুণ তা'র রাজভক্তি নিদর্শন
দেখিতে, না হলে আজ হেন দুর্ঘটন।

আসিয়াছ নিজ রাজ্যে হে রাজ দম্পতি
তাঁহাতে অতিথি পুনঃ সুখসাধ অতি;
কিন্তু বিধি বাম আজি, এ বিষাদ বেশে সাজি
সমস্ত বাঙ্গালা তাই নীরব কাতর,
নতুবা শোভিত প্রতি গ্রাম ও নগর।

করুণ হৃদয় গলে আরো শতগুণে
শ্রবণের চেয়ে দুঃখ দেখিলে নয়নে;
সেই আশে ভাসি সুখে, কি শুনিয়ে অন্য মুখে;
শুকায় মুখের হাসি কাল-প্রতিবাদে,
তবু হাসি দুঃখ চাপি তব জয়নাদে।

তব শুভ আগমনে, ভগবান কাছে
বঙ্গমাতা তোমা তরে এই ভিক্ষা যাচে,—
এসেছ যেমন হেসে তেমতি ফিরহ দেশে,
মনসুখে থাক সদা নরেশ-দম্পতি,
লভি দীর্ঘ-আয়ু, যশ, প্রজার ভকতি।

রাজপদে উপহার দান দেশ-রীতি,
তাই মা'রে [illegible] এই দুঃখ-গীতি,
রাজভক্ত সুত হাতে, যাচিয়া নরনাথে,
বঙ্গমাতা দেয় তব রাজীবচরণে,
দেখাতে জনকে তব জন-সাধারণে।

বরিশাল-স্মৃতি।

পুণ্যতীর্থ বরিশাল ভারতবাসীর,
নহে শুধু বাঙ্গালীর, রহিবে প্রকাশ,—
যতদিন বাঙ্গালার রবে ইতিহাস
রঞ্জিত করিয়া পত্র, সে বাল-রুধির।

ভাগ্যদোষে পরাধীন হ'লেও নির্ভীক
আদর্শ বাঙ্গালী আজি জননী-সেবায়,
বরিশাল-বাসী বিশ্বমাঝারে দেখায়,
সহি শত বাধা বিঘ্ন ঘোর পাশবিক।

অত্যাচার উৎপীড়ন নিরীহ প্রজায়,
যে রাজ-শাসন নামে হয় সংঘটন ;
বরিশাল-নারী দেয় অঙ্গ-আভরণ
স্মৃতি তা'র রাখিবারে, বীরমাতা প্রায়।

যে সাহস বীর্য্যে তুমি গর্ব্বিত ইংরাজ,
অর্দ্ধ-বঙ্গ ক্ষুদ্র-লাট দেখায় কি তা'য় ?
সশস্ত্র গুরখা-সৈন্য নিরস্ত্র প্রজায়
অন্যায় পীড়ন করে ; ছি ছি ছি কি লাজ !

কহে যা'রা বঙ্গবালা ভীরু অশিক্ষিতা,
দেখুক্ তাহারা চেয়ে, চির-পরাধীনা
নারীমাঝে কোথা মিলে তাহার তুলনা ;
জাগিয়াছে সুপ্ত বঙ্গে আবাল-বনিতা।

পুণ্যবতী বীরবালা বাঙ্গালি-রমণী,
বরিশাল মাঝে তা'র দে'ছ পরিচয়,
কেন না শিখিবে তবে তোদের তনয়
মুছিতে কলঙ্ক-লেখা কাঁপায়ে ধরণী !

সহিয়াছে নির্য্যাতন লাঞ্ছনা যথায়
সুরেন্দ্র বাঙ্গালি-গর্ব্ব সহ অনুচর,
রাজ-কর্ম্মচারী পাশে অযথা বিস্তর ;
শিখাইতে আত্মত্যাগ স্বদেশ-সেবায়।

মহাত্মা সুরেন্দ্র আর অশ্বিনীর প্রায়
তাহার কথায় কে না চায় দিতে প্রাণ,—
স্বদেশের স্বজাতির রাখিতে সম্মান ;—
কাহার না জীবনের উচ্চ লক্ষ্য হায় !

বরিশাল ইতিহাস পড়িলে অমনি
পরাধীনতায় কত হীনতা অশেষ,
বিজিতের নাহি ধর্ম্ম, নাহি দয়া লেশ,
ওই সে—দেখায়ে ক'বে সন্তানে জননী !

ভূগোলে—বা মানচিত্রে বরিশাল নাম
দেখিলে বাঙ্গালি-শিশু উঠিবে শিহরি,
নির্দ্দোষি শোণিত-রেখা, অপমান স্মরি
ক'রে,—সে গৌরবময় ওই লীলা ধাম।

ওই সেই স্মৃতিস্তম্ভ! দেখিয়ে বিদেশী
গড়িবে বৃটীশ-কীর্ত্তি করিতে উজল,
উপহার দুই ফোঁটা দিবে অশ্রুজল,
মানুষের প্রাণ যা'র আছে মাংসপেশী।

ওই সে—দেখায়ে দিবে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে
আপনার স্বদেশীরে, নারী শিশুগণে,
হায় সুশাসন চিহ্ন দেখিয়া নয়নে
ভরিবে না তাহাদের হৃদি ঘৃণা দ্বেষে!

কার্জ্জন ফুলার নাম শুনিলে শ্রবণে
বিদেশী, ওই সে—বলি ঘৃণা দ্বেষ ভরে
দিবে না কি শত গালি নির্ভয় অন্তরে,
মাখায়ে কলঙ্ক-কালি বৃটীশ-বদনে!

ভাবী বঙ্গ ইতিহাসে দেখিবে নয়নে,
কোটী জন এক হবে তবে; বিদ্বেষ অনলে
পুড়িবে কি পুড়াইবে সে যাতনা বলে,
—এই সেই স্মৃতিপট, পরিয়া স্মরণে!

ভৈরবী—কাওয়ালী।

অয়ি ভারত দীন-জননী,
অয়ি জগত বীর-প্রসবিনী,
বিশ্ব-জগত-মোহিনী।
প্রকৃতি সুন্দর উচ্চ সিংহাসন,
তপ্ত অনিলে তব তেজ বিকীরণ,
কঠিন পাষাণ গিরি বেষ্টন,
চিরকল্যাণ-বিধায়িনী।
শস্য নানাবিধ প্রচুর প্রদান,
পুণ্য নিরমল বহে প্রস্রবণ,
অনন্ত তোমার করুণা প্রমাণ,
চির-প্রধান-রাজেন্দ্রানী।
অরাতি-কম্পিত বীরত্ব-কাহিনী,
পুণ্য মহাক্ষেত্র স্বর্ণ-কিরীটিনী,
যশঃ কীর্ত্তি আদি চির-প্রচারিণী,
আদি-স্মৃতি-সুখদায়িনী।

মুলতান—আড়া কাওয়ালী।

তুমি কোথা পাবে মান
না করিলে দান, যত বড় হোক আপন প্রবাণ।
রাজা হ'য়ে লও উপাধি অযাচিত
তাহে তুমি মানী হও না জানিবে

যে ভিখারী তুমি, সে ভিখারী আমি,
কেহ চায় অর্থ, কেহ চায় মান।
দেশহিতে যদি পার প্রাণ দিতে
আমার দারিদ্র্য আপনি রহিতে,
অকপট চিতে প্রাণ দেখাইতে,
তবে সে মুকুট শোভিবে তায়,—
গোলামি করিয়া, বাজারে কিনিয়া,
কে কোথায় মান গিয়াছে লভিয়া,
তাহে সাধারণে হতমান গণে,
বাড়ে শুধু তা'র আরো ছুটো কাণ।

গৌরী—ঝাঁপতাল।

আজি
দেখে যা' তোরাগো আমার বেশ,
নাহি সে তেমন মলিন আর ;
গেছে ফিরিয়া যত সুত সুতা,
[illegible] হয়েছে সার।
আমার
সাধের বাসর সাজে নি এখনো
[illegible]নি এখনো মনের বেদন
[illegible]র বাসনা মিটেনি তেমন
লুকায়ে রেখে— হৃদয় ভার।

আবার

দেখিব ভারত সন্তান যখন
পর-অধীনতা করিতে মোচন
হাসিতে হাসিতে দিবে সে জীবন
বহিবে তখন আনন্দ-ধার।

যবে

সাজি বীরবেশে নির্ভয় হৃদয়
গাইবে সকলে ভারতের জয়
কাঁপায়ে বসুধা গর্ব্ব প্রতিভার
দিবে সে পূরব বিজয়-হার।

সিন্ধু—কাহারবা।

যদি তোর্ সাধ থাকে তো দাঁড়া এসে,
নইলে থাক্ ব'সে।
নাই যদি জোর, মিছে ওজর
করিস্ মাথার দোষে।
এগিয়ে গেছে এত যা'রা,
ফিরাই কাসে পিছে তা'রা,
দেখ্‌তে আলো, দেখ্‌তো ধোঁয়া;
বেড়াবি পথ ঘ'ষে।
মনের বলে মিটায় আশা,
খেলতে খেলতে পাড়ে পাশা,

তখন যে হয় আপনি বড়,
ভয় করে না রোষে।
আপনি না দিক্, ধ্রুবতারা,
বুঝবি তখন পথহারা,
যে তারাটায় আছিস চেয়ে
যাবে যখন খ'সে।

সিন্ধু ভৈরবী — কাওয়ালী।

তোদের
মধুর মোহন সুরে আজি মন ভরিয়াছে,
আয় কোলে মা মা ব'লে ফিরে আয় যার আছে।
আমার
যদিও ঘুচেনি ব্যথা, শুকায় নি আঁখিপাতা,
তবুও হয়েছে আশা এ দুখের শেষ আছে।
একা
ভাসিতে ভাসিতে জলে, অতল সাগরকূলে
সুখের স্বপন মাঝে তটে কেবা আনিয়াছে।
তখন
দুলে জাহ্নবী কৃষ্ণা নর্মদা যমুনা
কাবেরী ও গোদাবরী একপ্রাণে মিশিয়াছে।
আর
অতীত-গৌরব-গাথা গাইছে জগতমাতা
আবার ভারতবাসী এক তায় জাগিয়াছে।

শিশু সে করুণ গান, গাইছে আকুল প্রাণে
লভিতে সে গর্ব্ব জ্ঞান প্রাণপণে মাতিয়াছে।

বীরমাতা বীরবালা সাজায়ে বরণডালা,
অর্ঘ্য জয়মালা ল'য়ে হাসিমুখে চেয়ে আছে।

ইমন কল্যাণ—একতাল।

শয়নে স্বপনে চেতনে নয়নে,
এক হ'য়ে যেন রহি ভগবান!
এক সুখে হেসে, এক দুখে ভেসে,
এক প্রাণ হই হিন্দু মুসলমান।
এক কথা লয়ে, এক ব্যথা স'য়ে,
এক সাধনায় সফলতা ব'য়ে,
এক চোকে দেখি, এক মনে ডাকি;
তুলি একতার জয়-নিশান!
ভুলে যাই সব পূরব স্বভাব,
এক হয় যেন সবার অভাব,
জয় পরাজয় যেন এক হয়,
এক ভরসা কৃপা-নিধান!
এক রবি রাজে, এক শশী সাজে,
অনল অনিল জলধরা মাঝে,
এক এক শক্তি, এক কাজ করে,
তুমি হে এক শুভ-নিধান!

ইমন কল্যাণ—একতাল।

যতই ছোট থাক্ না কেন, বড় কভু হয় ;
বড়ও তখন দেখে তারে একটু করে ভয়।

কত ছোট বালিকণায় পাহাড় ভীষণ,
কত ছোট বারি-পাতে ভাসে ত্রিভুবন,
কতই ছোট বীজে গাছে কত ফুল ফল,
কত ছোট যাঁ'র পরে চরণ উভয় !

কত ছোট ছিল যা'রা আজ রাজা তোর,
কত ছোট ছিল জাপ চোখেরি উপর,
কত ছোট ছিলি নিজে আগে দিন কত,
এখনো ভাবিয়া দেখ্ থাকিতে সময়।

অতি ছোট ছোট ওই আগুনের কণা
পারে পোড়াইতে নগর শোভনা,
যত ছোট হও তুমি যত টুকু পার
দেশহিতে দাও সদা আপন হৃদয়।

খাম্বাজ—দাওয়ালী।

কত আর বল—মুদিয়া নয়ন,
মোহ ঘুম বশে অলসে রহিবে !
যা' ছিল তা' নিয়া, নীরব দেখিয়া,
নেয় সে হাসিয়া, ক'রে কত ছল।

নাহি দয়া মায়া নাহি কিছু হিয়া,
রক্ষক ভক্ষক অলক্ষ্যে তব ;
ছিল বাস তোর, অপরে চাহিয়া
লইত আদরে, কোথা ওরে গেল ?

আজি পরদ্বারে মাগিয়া লোহার
যে জিনিস শত, দিস্ সে সোণার,
ছিল তীক্ষ্ণ ধার অস্ত্র শস্ত্র কত,
গেছে শুধু তাহা হেলায় কেবল।

দিয়া কাচ-রতি, লয় রত্ন আদি
মূল্যবান অতি, দেখ না চাহিয়া,
দিয়া ঝুটামোতী, লয় গজমোতী,
দেখেও না দেখ, তবু ঘুমে ঢল !

ছিল যে পাহারা, তোরি লয়ে তা'রা
কুবের সমান, তোর নাহি জ্ঞান ;
তা'রি পদতলে শুয়ে আছ ধূলে,
একি তোর ঘুম, জীবন ফুরাল !

ভাঙিয়াছে ঘুম যে কয়জনার,
এরা কয়জনে দেখিল কেমনে,
সুচতুর অতি তা'রা আঁটি পাতি
রাখিয়াছে সদা, উঠ দলে দল !

জাগ জনে জনে, দেখ শুদ্ধু চে'
নয়নের পাতা ফেল না অযথা,
একতা-সাধনে, প্রাণের যতনে
রাখ নিজ ধন মান সকল।

পিলুবারোঁয়া—খেমটা

তবে সঁপিতে পারি এ প্রাণ।
লঘু গুরু ভেদ ভুলে যাও তুলনা কর'না মান।
নিজে ছোট হ'য়ে এস কাছে দেখি,
কি আছে তোমার দাও কাছে রাখি,
মলিন বদন দেখিলে চরণে শির করিব দান।
যদি আপনার জনে ভাব তুমি পর,
কেমনে পাবে আদর,
না বুঝিয়া পরে কহ আপনার,
দহে যে তাহে অন্তর,
শুধু হাসি মুখে দুটো কথা ক'য়ে,
কি হবে যদি না মিশিলে হৃদয়ে,
কাঁদ দুঃখে দুঃখী হ'য়ে, হাস সুখে সুখী
ছেড়ে তুচ্ছ হাসি-ভাণ।

খাম্বাজ—চৌতাল।

কেঁদ না কেঁদ না কেঁদ না আর!
মা মা বলে ডাকে ছেলে;
সে মা তা'য় কোলে তুলে,
যা' গিয়াছে যা'ক্ চ'লে বুঝিয়াছে দুঃখভার।
ছিল যে নেশার ঘোর,
এতদিন জন্মভোর,
সে নেশা কাটিয়া গেছে, আর বশ নহে তা'র।
নিবারিতে যাতনায়,
এ শোণিত, এই কায়,
দিব মা তোমার পায়, জীবন করিতে সার।
বর দে মা প্রাণ খুলে,
আর যেন নাহি ভুলে
সে নেশায় পড়ি ঢুলে, অতি হেয় অতি ছার।

বেহাগ খাম্বাজ—দাদরা।

একটুখানি না আস্তেই,
পড়্লি হতাশ হ'য়ে,
কেমন ক'রে পার হবি তুই
এমন উজান ব'য়ে!
একে বিষম একটানা গাঙ্,
তা'তে ওই উঠ্ছে তুফান,
শেষে কি মর্বি ডুবে যাবি একলা'য়ে?

যেতেই হবে যখন পারে,
এখন আর ফিরিস্ না রে;
ফিরতে হয় যা' আপনি ফিরে, বাঁচিস্ যদি ঢেউয়ে!
সাহস করে ধর্ চেপে দাঁড়,
মারে যদি হাজার আছাড়,
বহে যা' যাবই পারে, থাকবে তরী স'য়ে!

কীর্ত্তন বেহাগ—একতাল।

হৃদয় পাতিয়া বজ্র যদি হে ধরিতে পার,
এস তবে এস সখা পর হে বিজয়-হার।
বল নাহি থাকে চিতে, কাজ নাই দেশহিতে,
রমণী-আঁচল ধরি কর হে জনম সার।
অনায়াসে গিরি-শিরে, কে কবে উঠিতে পারে,
সাঁতারি কে হয় পার অকূল পাথার;
না ডুবিলে সিন্ধু জলে, কোথা বল মোতী মিলে,
না খুদিলে খনি কোথা মিলে হে রতন আর।

বিহগ খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

এ বা নয়কো তেমন, সুখের বচন
সরল গরল-ভরা।
সদা ছলে কলে, মমতা কৌশলে,
দেয় সোণা ব'লে পিতল বদলে,

পুঁজি যতক্ষণ, থাকে ততক্ষণ,
আর নাহি দেয় ধরা ;
তুমি বাঁচ মর, যা'হোক তোমার,
ভবিলেই হ'ল থলি আপনার,
নাহিক ব্যাজার আর যাহা বল,
যেন তুমি তা'র কত আপন ;—
বড ভালবাসে, ডেকে তাই পাশে,
আপনার ব'লে বাঁচে পদতলে,
লাথি মেরে পরে নমস্কার করে,
দেখিলে তুমি সে স্বরা।

কালাংড়া—একতালা।

না থাক্ কড়ি, না থাক্ কুঁড়ে,
থাক্‌লে সাহস তোর,
থাক্‌বি শুয়ে অনায়াসে
হোক্ নাকো পাথর।
থাক্‌বি রে তুই আপন বশে,
কবি্ না ভয় কারো রোষে ;
খোলা পথে ভয়টা কিসে
থাক্‌লে মনের জোর ?
মিল্‌বে আহার, দেখ্‌বি বাহার
সাঁজ সকালে নিতি,
পরের ঘরে পড়্‌বি জ্বরে,
থাক্‌বে না সে ভীতি,

ঢুকেছিস্ গোলক ধাঁধায়,
ভাবনা কেন, পথ আছে তা'য়,
এ পথে চল, মিলবে সে জোর,
ঘুচ্‌বে নয়ন-ঘোর।

বাগেশ্রী—মধ্যমান।

এ দুখ ভারত-সবি আর কত,
নিতি নিতি শত যাতনা!
হ'য়ে রাজরাণী, ভিখারিণী প্রায়,
—সহেনা সহেনা বেদনা।
পাষাণেও জল ঝরে সুবিমল,
বোঝে না তোমার সন্তান সকল;
নির্লাজ অলস, নিঠুর অবশ,
সহে পদে পদে তাড়না।
ছিলতো সকল, কি আছে মঙ্গল;
সুধা ফেলে দেয় লইয়া গরল,
আছে যা' বচন, নাহি প্রাণ-মন,
শুধু হৃদিভরা ছলনা।
করিলে যতন, যা' আছে এখনো,
বেদনা তোমার থাকে না কখনো;
ফাঁসি গলে বেঁধে, শুধু প্রাণ কাঁদে,
কবে আর হবে চেতনা।

কানাড়া যৎ।

দিওনা,-দিওনা ও'রে প্রাণ,
ও'যে কঠিন পাষাণ !
নিতে জানে প্রাণ, দিতে নাহি চায়,
মুখের কথায় বিলায় সে মান।
নাহি দয়া মায়া, মিছে ভালবাসা,
না মিটিবে আশা, তা'র প্রেমে ভাসা;
নিরাশারি শুধু বাড়াবে টান।
প্রেম যদি চাও লুটায়ো না প্রাণ,
পদে পদে কর তা'রে অপমান,
বুঝিবে তবে তাহায় ;
দিতে চায় সব যে হয় আপন,
বুকে ছুরি দিয়ে করে না হরণ,
সর্ব্বস্ব যে দেয় তা'য় ;—
আপন সাম্হাল', যদি ভাল চাও,
জোর ভাঁটা বুঝে বোঝা তুলে নাও,
তা'না হ'লে ডুবে যাবে তরীখান।

রামকেলি—যৎ।

সময় [illegible] যদি থাকে হৃদিপদে
[illegible]বণে কর' [illegible] ভয় [illegible] কে না

এসেছ নির্জনবনে হেথায় নাহিক রথ,
চরণ হইবে ক্ষত চলিতে সুদূর পথ,
বিরহ যাহার সহে, ভাসে সেই প্রেম-সুরে।
বিঁধিলে কণ্টক পায় আপনি তুলিয়া
ঝড় জল তাতে যেতে হইবে সহিয়া,
লভিবে স্বরগদ্বার তবে উঠি রথোপরে।

ভৈরবী—যৎ

জাগিয়াছে ছেলে ডাকে মা মা ব'লে,
তুই মা ঘুমালে কে টানিবে কোলে,
নয়নের ধারা কে মুছায় তারা,
সন্তানের দুঃখ জননী না হ'লে।
ভীষণ আঁধার অকূল পাথার,
কেমনে সাঁতারি হইব মা পার
তোর পদে ভক্তি দে মা মহাশক্তি,
পার হ'য়ে যাই জয় মা মা ব'লে।
তুই ভয়হরা কালী ভয়ঙ্করী,
বিপদে রাখিবি শিবে শুভঙ্করী,
দহি দানবদলে চাহি আঁখি তুলে,
দেখা তোর গলে অরি-শির দোলে।

ললিত-যোগীয়া—একতাল।

উঠ উঠ ভাই উঠিয়া সবাই নয়ন মেলি দেখহ চাহিয়া,
পূরব গগনে অরুণ কিরণে আপও ঘুম হতে উঠিল জাগিয়া।
কত ঘুমাইবে, জগত হাসিবে, অলস অবশ তোরে নিরখিবে,
হীন পশু সম ঘৃণায় গণিবে, বেলা হ'ল আর থেকনা শুইয়া।
মোহ বিজড়িত আর কত দিন, র'বি ধরা মাঝে চেতনা বিহীন,
জীবন ফুরায়ে আসে,
ভুলে কি গিয়েছ অতীত-গৌরব, বেদগীতা-মন্ত্র ভুলেছ কি সব,
সময় আগত থেকনা নীরব, জন্মভূমি-কাজ কর প্রাণ দিয়া।

বসন্তবাহার—দাদ্‌রা।

আয় ছুটে আয়, দল বেঁধে যাই, আমরা আপন ভাই,
আপন আপন নেবেই টেনে, কেন পরের দ্বারে যাই
কেউ বলবে ফিরে দেখ, ক'বে কিছু হবে নাকো,
... হয়ে নেহাত্‌ নাছোড়, নেহাত্‌ দয়াবান্‌,
... দুটো কুঁড়ো, পাতের দুটো ছাই।
কেউ বা দেবে ধাক্কা গলে, বিদায় করবে গালাগালে,
সহজে কেউ বলবে মিছে—ঘরে কিছু নাই।
ছি ছি কি লাজ ভিক্ষে করা, এ'র চাইতে ভাল মরা
অনেক ভাল আপন ক'রে আমাদের কাজ নাই;
প্রাণের জোরে থাকবো, যদি একবেলাও খাই।

চৌক্‌-রাঙানি পরের চেয়ে, আছে রে সুখ কোদাল বেয়ে
খাব বেগুন পটোল বেচে, আর কিছু না পাই ;
নিজের নিজে থাক্‌বো তেজে এক ঘরে সবাই ।

বাউল।

যদি তুই নাই বুঝিস্‌, কেন বুঝিস্‌,
দাঁড়িয়ে কাঁদিস্‌ না রে !
সঙ্গে এসে চল্‌ রে ঘেঁসে,
নয়ত' ডুব্‌বি পারে ॥
সবাই চলে আপন বশে,
তুই কি খালি থাক্‌বি ব'সে,
যাবে তোর গাঁটের কড়ি,
বল্‌বি তখন কা'রে ? ৭
চলেছিস্‌ আপন মতে,
ভুলবি যে পথ পদে পদে,
চোখ্‌ থাক্‌তে হবি কানা,
ঢুক্‌বি কাহার দ্বারে ?
বেড়িয়েছিস্‌ তো কত ঘুরে,
কেঁদেছিস্‌ তো কত সুরে,
কবে কে দেখিয়ে গেছে
[illegible] ?

বাউল।

তুই আপনি ফকির, ক'রে জাহির
আপন রূপ সোণা।
ফিকির কর্‌ছে নিচ্ছে পরে,
প্রেমের কড়ি গোণা।
কি হবে তোর কলের কাপড়,
অল্প দামে দেখায় রগড়;
যাস্ কেন সে পরের ঘরে,
থাক্‌তে আপন বোনা?
লেগেছিল দাঁতকপাটী,
দেখে তোরি ধুতি শাটী;
গয়নাগাঁটী ছিল তখন,
আছেতো তোর শোনা।
লুন চিনি তোর আছে খাঁটি,
যাস্ কেন সে পরের বাটী;
সোণার মাটী থাক্‌তে তোদের,
খাস্ আতা বলে নোনা?

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

আমায় গাইতে ব'ল না আর!
সঙ্গা হৃদয়ের কাতর বেদনা
শুনিতে প্রাণ কা'র?

কোথা পাব আর সে মোহন গান,
কোথা সে মধুর স্বর লয় তান;
ভারত এখন হ'য়েছে শ্মশান,
শুধু দুঃখ হাহাকার !
কোথা সে শিবাজি, পৃথুরাজ হায়,
সমর-কেশরি প্রতাপ কোথায়,
চিতোর রমণী—সে বীর-জননী ;
যাদের মহিমা করি প্রচার।
পর-পদ-সেবা ব্রত যে জীবনে,
পর-মুখ চেয়ে দিন যে যাপনে,
স্বর্ণ-কিরিটিনী জননীর যা'র,
নয়ন-বারি হয়েছে সার !

সমাপ্ত।